উক্তি পরিবর্তন

Narration / Reported Speech

মানুষ কথা বলে; আবার মানুষ অন্যের কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। এই বলার এবং বলে-দেওয়ার মধ্যেই ভাষার একটি সূক্ষ্ম ব্যাকরণ কাজ করে। কোনো বক্তার বক্তব্যকে হুবহু উদ্ধৃত করা এবং সেই বক্তব্যকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করা–এই দুই রীতির ব্যাকরণগত আলোচনাই উক্তি পরিবর্তনের মূল বিষয়।

বাংলা ব্যাকরণে উক্তি পরিবর্তন শুধু পরীক্ষার নিয়ম নয়; এটি ভাষার ভাব, দৃষ্টিকোণ, ব্যক্তি-সম্পর্ক, সময়বোধ ও বক্তব্য-সংগতি বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার মুখের ভাষা সরাসরি সংরক্ষিত থাকে; পরোক্ষ উক্তিতে বক্তার কথাটি ভাষ্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনভাবে গঠিত হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ব্যাকরণগ্রন্থে উক্তি বলতে কথকের বাক্যকর্মকে বোঝানো হয়েছে। ইংরেজি ব্যাকরণে এর তুলনীয় পরিভাষা **Narration** বা **Reported Speech**। **Cambridge Grammar Today**-তে **reported speech**-কে অন্যের বক্তব্য বা নিজের পূর্বোক্ত বক্তব্য উপস্থাপনের পদ্ধতি হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।[১][২]

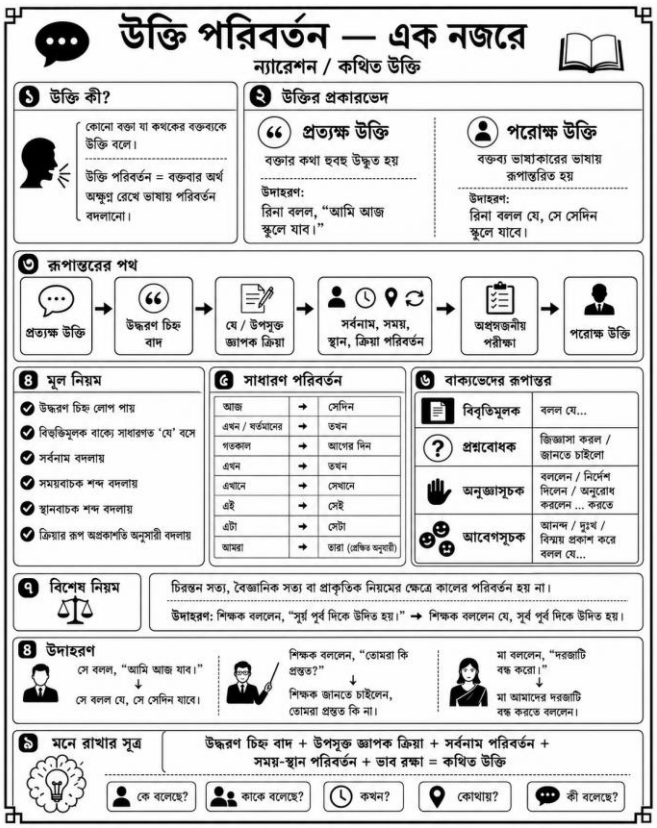

মনে রাখো
উক্তি পরিবর্তনের লক্ষ্য শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দেওয়া নয়; বরং বক্তব্যের অর্থ অক্ষুণ্ন রেখে বক্তা, শ্রোতা, সময়, স্থান ও ভাবের উপযুক্ত রূপান্তর করা।

২. উক্তি কাকে বলে?

কোনো বক্তা বা কথকের বক্তব্য, বাক্য বা কথনকে উক্তি বলে। উক্তি কখনো সরাসরি বক্তার মুখের ভাষায় থাকে, আবার কখনো অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

যেমন–প্রত্যক্ষ: রিনা বলল, "আমি আজ স্কুলে যাব।" পরোক্ষ: রিনা বলল যে, সে সেদিন স্কুলে যাবে। প্রথম বাক্যে বক্তার নিজের কথাটি অবিকল রাখা হয়েছে; দ্বিতীয় বাক্যে কথাটি একই অর্থে আছে, কিন্তু ভাষ্যকারের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৩. উক্তির প্রকারভেদ

উক্তি প্রধানত দুই প্রকার–প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

উক্তির ধরন	সংজ্ঞা	উদাহরণ
প্রত্যক্ষ উক্তি	যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়।	তিনি বললেন, "বইটা আমার দরকার।"
পরোক্ষ উক্তি	যে বাক্যে বক্তার কথা অন্যের জবানিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়।	তিনি বললেন যে, বইটা তাঁর দরকার।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার ভাষা জীবন্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে সেই ভাষা ব্যাখ্যামূলক, সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক হয়। তাই সাহিত্যিক বর্ণনায় প্রত্যক্ষ উক্তি আবেগ বাড়ায়, আর সংবাদ ও গবেষণা-ভাষায় পরোক্ষ উক্তি তথ্যকে শৃঙ্খলিত করে।

৪. উক্তির দুটি প্রধান অংশ

অংশ	পরিচয়	উদাহরণে প্রয়োগ
উপস্থাপক অংশ	যে অংশে বক্তা ও বলার ক্রিয়া থাকে	আরিফ বলল
উপস্থাপিত অংশ	যে অংশে বক্তার বক্তব্য থাকে	"আমি কাল যাব।"

উপস্থাপক কর্তা	যে বক্তব্য উপস্থাপন করে	আরিফ
উপস্থাপিত কর্তা	উপস্থাপিত বক্তব্যের কর্তা	আমি

উদাহরণ: আরিফ বলল, "আমি কাল যাব।" এখানে "আরিফ বলল" উপস্থাপক অংশ, আর "আমি কাল যাব" উপস্থাপিত অংশ।

৫. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির পার্থক্য

বিষয়	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
বক্তব্যের রূপ	বক্তার কথা হুবহু থাকে	বক্তব্য ভাষ্যকারের ভাষায় রূপান্তরিত হয়
উদ্ধরণ চিহ্ন	থাকে	থাকে না
সংযোজক অব্যয়	সাধারণত লাগে না	বিবৃতিমূলক বাক্যে সাধারণত "যে" বসে
সর্বনাম	বক্তার অবস্থান অনুযায়ী থাকে	ভাষ্যকারের অবস্থান অনুযায়ী বদলায়
সময়/স্থান	মূল বক্তব্যের সময়-স্থান অনুসারে থাকে	রিপোর্টের সময়-স্থান অনুসারে বদলায়
ক্রিয়ার রূপ	বক্তার ব্যবহৃত রূপ বজায় থাকে	অর্থসংগতি অনুসারে বদলায়

৬. উক্তি পরিবর্তনের মূল ধারণা

উক্তি পরিবর্তন মানে প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে বা পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করা। তবে পাঠ্যপর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর শেখানো হয়।

ধাপ	কাজ
১	উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ দিতে হবে
২	প্রয়োজনে "যে" বসাতে হবে
৩	সর্বনাম পরিবর্তন করতে হবে
৪	কাল, সময় ও স্থান নির্দেশক শব্দ মিলিয়ে নিতে হবে
৫	বাক্যের ভাব অনুযায়ী জ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে
৬	শেষে অর্থসংগতি পরীক্ষা করতে হবে

চিত্র : রূপান্তরের পথ
প্রত্যক্ষ উক্তি ⟶ উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ ⟶ সংযোজক/জ্ঞাপক ক্রিয়া ⟶ সর্বনাম-কাল-স্থান পরিবর্তন ⟶ অর্থসংগতি পরীক্ষা ⟶ পরোক্ষ উক্তি

৭. উক্তি পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম

৭.১ উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়

প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে না।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
রাহুল বলল, "আমি অসুস্থ।"	রাহুল বলল যে, সে অসুস্থ।

৭.২ বিবৃতিমূলক বাক্যে "যে" বসে

বিবৃতিমূলক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করলে সাধারণত উপস্থাপক অংশের পর "যে" বসে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
মালা বলল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।"	মালা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

৭.৩ সর্বনাম পরিবর্তিত হয়

সর্বনাম পরিবর্তন উক্তি পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যক্ষ উক্তির "আমি", "আমরা", "তুমি", "তোমরা", "এ", "এই" প্রভৃতি শব্দ বক্তা, শ্রোতা ও ভাষ্যকারের সম্পর্ক অনুসারে বদলায়।

প্রত্যক্ষ বক্তা	প্রত্যক্ষ সর্বনাম	পরোক্ষ রূপ
আমি	আমি	আমি
তুমি	আমি	তুমি
সে	আমি	সে
তিনি	আমি	তিনি
তারা	আমরা	তারা
আপনি	আমি	আপনি

রিনা	আমার	তার
শিক্ষক	তোমরা	আমরা/তারা–প্রেক্ষিত অনুযায়ী

৭.৪ সময়বাচক শব্দ পরিবর্তিত হয়

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
আজ	সেদিন
কাল/আগামীকাল	পরদিন
গতকাল	আগের দিন
এখন	তখন
এক্ষুনি	তক্ষুনি
এবার	সেবার
গতরাত্রে	পূর্ব রাত্রে
আগামী বছর	পরের বছর

৭.৫ স্থানবাচক শব্দ পরিবর্তিত হয়

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
এখানে	সেখানে
এই	সেই
এ	সে
এটা	সেটা
এভাবে	সেভাবে
এরূপ	সেরূপ
আসা	যাওয়া–প্রেক্ষিত অনুযায়ী

৭.৬ ক্রিয়ার রূপ অর্থসংগতি অনুসারে বদলায়

বাংলায় উক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজির মতো যান্ত্রিক tense backshift সবসময় প্রযোজ্য নয়। বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার রূপ মূলত অর্থসংগতি, সময়বোধ ও প্রেক্ষিত অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

প্রত্যক্ষ	সম্ভাব্য পরোক্ষ রূপ
করিম বলেছিল, "আমি বাজারে যাচ্ছি।"	করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।
ছেলে লিখেছিল, "শহরে খুব গরম পড়েছে।"	ছেলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল। / শহরে খুব গরম পড়েছে।

৮. বাক্যভেদে উক্তি পরিবর্তন

৮.১ বিবৃতিমূলক বাক্য

বিবৃতিমূলক বাক্যে "যে" বসে এবং সর্বনাম, সময়, স্থান ও ক্রিয়ার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
নীলা বলল, "আমি বইটি পড়েছি।"	নীলা বলল যে, সে বইটি পড়েছে।
বাবা বললেন, "আমি আজ ঢাকা যাচ্ছি।"	বাবা বললেন যে, তিনি সেদিন ঢাকা যাচ্ছিলেন/যাচ্ছেন।

৮.২ প্রশ্নবোধক বাক্য

প্রশ্নবোধক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করলে "বলল" ক্রিয়ার পরিবর্তে "জিজ্ঞাসা করল", "প্রশ্ন করল", "জানতে চাইল" ইত্যাদি বসে। প্রশ্নচিহ্ন উঠে যায়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি ছুটি চাও?"	শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা ছুটি চাই কি না।
বাবা বললেন, "তোমাদের ফল কবে বের হবে?"	বাবা জানতে চাইলেন, আমাদের ফল কবে বের হবে।

৮.৩ অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ, প্রার্থনা–এসব বোঝালে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য হয়। পরোক্ষ উক্তিতে "বলল" ক্রিয়ার বদলে "আদেশ করল", "অনুরোধ করল", "উপদেশ দিল", "নিষেধ করল" ইত্যাদি বসে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ

মা বললেন, "দরজাটি বন্ধ করো।"	মা আমাকে দরজাটি বন্ধ করতে বললেন।
তিনি বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন।"	তিনি আমাকে ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।
শিক্ষক বললেন, "কখনো মিথ্যা বলবে না।"	শিক্ষক আমাদের কখনো মিথ্যা না বলতে উপদেশ দিলেন।

৮.৪ আবেগসূচক বাক্য

আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়, প্রশংসা, ঘৃণা, অনুতাপ ইত্যাদি বোঝালে আবেগসূচক বাক্য হয়। পরোক্ষ উক্তিতে আবেগের প্রকৃতি অনুযায়ী "আনন্দের সঙ্গে বলল", "দুঃখ প্রকাশ করল", "বিস্ময় প্রকাশ করল", "প্রশংসা করল" ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
মা বললেন, "বাঃ! গ্রামটি তো চমৎকার।"	মা আনন্দের সঙ্গে বললেন যে, গ্রামটি চমৎকার।
বৃদ্ধা বলল, "হায়! শীতে আমি কত কষ্ট পাচ্ছি।"	বৃদ্ধা দুঃখ প্রকাশ করে বলল যে, সে শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছে।
ছাত্ররা বলল, "কী মজা! আজ আমাদের ছুটি।"	ছাত্ররা আনন্দের সঙ্গে বলল যে, সেদিন তাদের ছুটি।

৯. চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না

প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রাকৃতিক নিয়ম বা সর্বজনস্বীকৃত সত্য থাকে, তবে পরোক্ষ উক্তিতে সাধারণত কালের পরিবর্তন হয় না।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
শিক্ষক বললেন, "সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।"	শিক্ষক বললেন যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।
বিজ্ঞানী বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"	বিজ্ঞানী বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

১০. সম্বোধন পদের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উক্তিতে সম্বোধন থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে সাধারণত "সম্বোধন করে বলল", "ডেকে বলল", "নাম ধরে বলল" ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
মিম বলল, "নাফিসা, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে আছি।"	মিম নাফিসাকে ডেকে বলল যে, সে তার মায়ের সঙ্গে আছে।
রেবা বলল, "ভাই, তুমি কবে এখানে আসবে?"	রেবা ভাইকে সম্বোধন করে জানতে চাইল, তিনি কবে সেখানে যাবেন।

১১. একাধিক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

একই প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্যে একাধিক বাক্য থাকলে প্রত্যেক বাক্যের ভাব আলাদা করে বুঝে পরিবর্তন করতে হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
শিক্ষক বললেন, "তোমরা মনোযোগ দাও। পরীক্ষা খুব কাছে। অলসতা করলে ক্ষতি হবে।"	শিক্ষক ছাত্রদের মনোযোগ দিতে বললেন এবং জানালেন যে, পরীক্ষা খুব কাছে; অলসতা করলে তাদের ক্ষতি হবে।

১২. উক্তি পরিবর্তনের তুলনামূলক সারণি

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি	পরিবর্তনের ধরন
সে বলল, "আমি আজ যাব।"	সে বলল যে, সে সেদিন যাবে।	সর্বনাম + সময়
শিক্ষক বললেন, "তোমরা কি প্রস্তুত?"	শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা প্রস্তুত কি না।	প্রশ্নরূপ
মা বললেন, "এখন ঘুমাও।"	মা আমাকে তখন ঘুমাতে বললেন।	অনুজ্ঞা + সময়
রিমা বলল, "এখানে খুব ঠান্ডা।"	রিমা বলল যে, সেখানে খুব ঠান্ডা।	স্থান
বাবা বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"	বাবা বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।	চিরন্তন সত্য
সে বলল, "বাঃ! ছবিটি সুন্দর।"	সে প্রশংসা করে বলল যে, ছবিটি সুন্দর।	আবেগ

১৩. উক্তি পরিবর্তনের ধারণা-গ্রাফ

ধারণা-গ্রাফ
বক্তার বক্তব্য ⟶ হুবহু উদ্ধৃত হলে প্রত্যক্ষ উক্তি ⟶ উদ্ধরণ চিহ্ন + মূল সর্বনাম + মূল সময়। বক্তব্য অন্যের ভাষায় প্রকাশ হলে পরোক্ষ উক্তি ⟶ সর্বনাম + কাল + সময় + স্থান + ভাব পরিবর্তন।

১৪. সাধারণ ভুল ও সংশোধন

ভুল রূপ	শুদ্ধ রূপ	কারণ
সে বলল যে, “সে যাবে।”	সে বলল যে, সে যাবে।	পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে না
শিক্ষক বললেন যে, তোমরা কি পড়েছ?	শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা পড়েছি কি না।	প্রশ্নবোধক বাক্যে “জানতে চাইলেন” দরকার
রাহিম বলল যে, আমি যাব।	রাহিম বলল যে, সে যাবে।	“আমি” বক্তা অনুযায়ী “সে” হবে
মা বললেন যে, কাল আসো।	মা পরদিন আসতে বললেন।	অনুজ্ঞাসূচক রূপ দরকার
সে বলল যে, এখানে আসবে।	সে বলল যে, সেখানে যাবে।	স্থান ও গমনদিক পরিবর্তন প্রয়োজন

১৫. মনে রাখার সহজ সূত্র

সূত্র
উক্তি পরিবর্তন = অর্থ ঠিক রেখে ভাষার দৃষ্টিকোণ বদলানো।
উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ + যে/উপযুক্ত জ্ঞাপক ক্রিয়া + সর্বনাম পরিবর্তন + সময়-স্থান পরিবর্তন + বাক্যের ভাব রক্ষা = শুদ্ধ পরোক্ষ উক্তি।

১৬. অনুশীলনী

১. উক্তি কাকে বলে? উক্তি কত প্রকার ও কী কী?

২. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির মধ্যে পার্থক্য লিখো।

৩. “রাহুল বলল, আমি আজ স্কুলে যাব”–পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করো।

৪. “শিক্ষক বললেন, তোমরা কি পাঠ বুঝেছ?”–পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করো।

৫. চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে কাল পরিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করো।

উক্তি পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের এমন একটি অধ্যায়, যেখানে বাক্য শুধু রূপ বদলায় না; বদলায় বক্তা, শ্রোতা, সময়, স্থান ও ভাষ্যকারের দৃষ্টিকোণ। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা সরাসরি ধরা পড়ে, আর পরোক্ষ উক্তিতে সেই কথার মূল অর্থ ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাই উক্তি পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হলো–অর্থ অক্ষুণ্ণ রেখে বক্তব্যকে ব্যাকরণসম্মত, প্রাসঙ্গিক ও ভাষাগতভাবে সুসংহত করা।

১৮. উক্তি পরিবর্তনের গভীরতর ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ

উক্তি পরিবর্তনকে অনেক সময় শুধু “প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ করা” বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি বাক্যের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার মুখের ভাষা সরাসরি ধরা পড়ে; পরোক্ষ উক্তিতে সেই ভাষা একজন ভাষ্যকারের দৃষ্টিতে পুনর্গঠিত হয়।

পরিবর্তনের ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
বক্তা	আমি	সে
সময়	আজ	সেদিন
স্থান	এখানে	সেখানে
ক্রিয়া	থাকব	থাকবে

এই সারণি থেকে স্পষ্ট যে উক্তি পরিবর্তন হলো বাক্যের অর্থ অক্ষুণ্ন রেখে উপস্থাপন-পদ্ধতি পরিবর্তন।

১৯. উক্তি পরিবর্তনের কেন্দ্রীয় সূত্র

পাঁচ প্রশ্ন
কে বলেছে? কাকে বলেছে? কখন বলেছে? কোথায় বলেছে? কী ভঙ্গিতে বলেছে?

এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর ঠিকভাবে বুঝলে উক্তি পরিবর্তন সহজ হয়। কারণ সর্বনাম, সময়, স্থান, ক্রিয়া ও জ্ঞাপক ক্রিয়া–সবই এই প্রশ্নগুলোর ওপর নির্ভর করে।

২০. সময়, স্থান ও দৃষ্টিকোণ

প্রত্যক্ষ উক্তিতে সময় ও স্থান বক্তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে সময় ও স্থান ভাষ্যকারের দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়। তাই "আজ" সবসময় "সেদিন" হবে না; যদি একই দিনেই রিপোর্ট করা হয়, তাহলে "আজ" বজায় থাকতে পারে।

প্রেক্ষিত	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
একই দিনে বলা	রিমা বলল, "আমি আজ যাব।"	রিমা বলল যে, সে আজ যাবে।
পরের দিন রিপোর্ট	রিমা বলল, "আমি আজ যাব।"	রিমা বলল যে, সে সেদিন যাবে।

২১. সর্বনাম পরিবর্তনের বিশ্লেষণ

সর্বনাম পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে করলে ভুল হয়। "আমি" সবসময় "সে" হবে–এমন নয়। বক্তা যদি "আমি" নিজে হন, তবে পরোক্ষ উক্তিতেও "আমি" থাকতে পারে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	ব্যাখ্যা
আমি বললাম, "আমি যাব না।"	আমি বললাম যে, আমি যাব না।	বক্তা ও ভাষ্যকার একই
রাহিম বলল, "আমি যাব না।"	রাহিম বলল যে, সে যাবে না।	বক্তা অন্য ব্যক্তি
তুমি বললে, "আমি কাজটি করব।"	তুমি বললে যে, তুমি কাজটি করবে।	বক্তা "তুমি"
শিক্ষক আমাদের বললেন, "তোমরা পড়বে।"	শিক্ষক আমাদের বললেন যে, আমরা পড়ব।	শ্রোতা "আমরা"

২২. ক্রিয়ার কাল ও রূপান্তরের সূক্ষ্মতা

বাংলা উক্তি পরিবর্তনে ক্রিয়ার কাল কখনো বদলায়, কখনো বদলায় না। এটি নির্ভর করে ঘটনা শেষ হয়েছে কি না, বক্তব্য এখনো সত্য কি না এবং রিপোর্টের সময় কোন অবস্থান থেকে বাক্যটি বলা হচ্ছে তার ওপর।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	ব্যাখ্যা
সে বলল, "আমি গান গাই।"	সে বলল যে, সে গান গায়।	অভ্যাসবাচক বর্তমান
সে বলল, "আমি গান গাইছি।"	সে বলল যে, সে গান গাইছিল/গাইছে।	প্রেক্ষিতভেদে দুই রূপ
সে বলল, "আমি কাল যাব।"	সে বলল যে, সে পরদিন যাবে।	ভবিষ্যৎ ক্রিয়া বজায় থাকে
শিক্ষক বললেন, "পানি নিচের দিকে প্রবাহিত হয়।"	শিক্ষক বললেন যে, পানি নিচের দিকে প্রবাহিত হয়।	চিরন্তন সত্য

২৩. বাক্যভেদে জ্ঞাপক ক্রিয়ার প্রয়োগ

বাক্যের ধরন	প্রত্যক্ষ উক্তির সাধারণ ক্রিয়া	পরোক্ষ উক্তির উপযুক্ত ক্রিয়া
বিবৃতি	বলল	বলল, জানাল, উল্লেখ করল
প্রশ্ন	বলল	জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল, প্রশ্ন করল
আদেশ	বলল	আদেশ করল, নির্দেশ দিল
অনুরোধ	বলল	অনুরোধ করল, নিবেদন করল
উপদেশ	বলল	উপদেশ দিল, পরামর্শ দিল
নিষেধ	বলল	নিষেধ করল, বারণ করল
আবেগ	বলল	আনন্দ প্রকাশ করল, দুঃখ প্রকাশ করল, বিস্ময় প্রকাশ করল
প্রার্থনা	বলল	প্রার্থনা করল, মিনতি করল

২৪. বিশেষ ও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র

২৪.১ "আসা" ও "যাওয়া" ক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহার

বাংলা উক্তি পরিবর্তনে "আসা" ও "যাওয়া" ক্রিয়ার পরিবর্তন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। কারণ এই দুটি ক্রিয়া বক্তার অবস্থান ও গমনের দিকের সঙ্গে যুক্ত।

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ	কারণ
এখানে আসব	সেখানে যাবে	বক্তার স্থান বদলেছে
তোমাদের বাড়ি আসব	আমাদের বাড়ি আসবে	ভাষ্যকারের বাড়ি হলে "আসবে" থাকবে
ওখানে যাব	সেখানে যাবে	দূরবর্তী স্থান অপরিবর্তিত থাকে
এদিকে এসো	সেদিকে যেতে বলল	নির্দেশের দিক বদলায়

২৪.২ ভদ্রতা ও সামাজিক সম্পর্ক

বাংলা ভাষায় ভদ্রতা, বয়স, সম্পর্ক ও সামাজিক মর্যাদার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। তাই "তুই", "তুমি", "আপনি", "সে", "তিনি", "ও", "তারা", "তাঁরা"–এসব সর্বনাম সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
ছেলে বলল, "বাবা, তুমি কখন ফিরবে?"	ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কখন ফিরবেন।
শিক্ষার্থী বলল, "স্যার, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন?"	শিক্ষার্থী স্যারকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি তাদের সাহায্য করবেন কি না।

২৪.৩ "যে" কখন বসে, কখন বসে না

বাক্যের ধরন	নিয়ম	উদাহরণ
বিবৃতি	"যে" বসে	রিমা বলল যে, সে অসুস্থ।
প্রশ্ন	সাধারণত "যে" বসে না	শিক্ষক আমার নাম জানতে চাইলেন।
অনুজ্ঞা	সাধারণত "যে" বসে না	মা আমাকে পড়তে বললেন।
আবেগ	"যে" বসতে পারে, কিন্তু আবেগ প্রকাশ করতে হয়	সে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল যে, দৃশ্যটি সুন্দর।

২৫. পরীক্ষায় উক্তি পরিবর্তনের কৌশল

- প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন থাকবে না।
- অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে "করতে বলল", "যেতে বলল", "না করতে বলল" জাতীয় রূপ ব্যবহার করতে হবে।
- আবেগসূচক বাক্যে "আহা", "হায়", "বাঃ", "ছি" ইত্যাদি সরাসরি না রেখে ভাব প্রকাশ করতে হবে।
- "আজ", "কাল", "এখন", "এখানে"–এসব শব্দ প্রেক্ষিত অনুযায়ী বদলাতে হয়।
- "আমি" সবসময় "সে" হবে–এমন নয়। বক্তা ও শ্রোতা দেখে পরিবর্তন করতে হবে।
- চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন করা যাবে না।
- বাক্যের অর্থ কোনোভাবেই বিকৃত করা যাবে না।

২৬. আরও উদাহরণ : স্তরভিত্তিক অনুশীলন

২৬.১ সহজ স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
রিমা বলল, "আমি গান গাই।"	রিমা বলল যে, সে গান গায়।
বাবা বললেন, "আমি আজ ব্যস্ত।"	বাবা বললেন যে, তিনি সেদিন ব্যস্ত ছিলেন।

২৬.২ মধ্যম স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
মা আমাকে বললেন, "তুমি এখন পড়তে বসো।"	মা আমাকে তখন পড়তে বসতে বললেন।
রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।"	রুবেল বলল যে, সে আগের দিন সেখানে গিয়েছিল।

২৬.৩ উচ্চতর স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
বৃদ্ধ বললেন, "হায়! আমার ছেলেটি আজও বাড়ি ফিরল না।"	বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর ছেলেটি সেদিনও বাড়ি ফেরেনি।

অধিনায়ক বললেন, "সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।"	অধিনায়ক সৈনিকদের সামনে এগিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

২৬.৪ গবেষণামূলক স্তর

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	ব্যাখ্যা
শিক্ষক বললেন, "মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।"	শিক্ষক বললেন যে, মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।	সাধারণ/তাত্ত্বিক সত্য; কাল অপরিবর্তিত।
নেতা বললেন, "আজ তোমরা যে সাহস দেখিয়েছ, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।"	নেতা বললেন যে, সেদিন তারা যে সাহস দেখিয়েছিল, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।	সময় ও সর্বনাম বদলেছে, ভবিষ্যৎ ফল বজায় আছে।

২৭. উচ্চতর প্রয়োগ : অর্থসংগতি ও প্রাসঙ্গিকতা

উক্তি পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য শব্দ বদলানো নয়, অর্থ রক্ষা করা। অনেক শিক্ষার্থী মনে করে, প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে আনতে হলে শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দিয়ে "যে" বসালেই কাজ শেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বক্তব্যের উদ্দেশ্য, সামাজিক প্রেক্ষিত ও আবেগ বুঝতে না পারলে পরোক্ষ উক্তি দুর্বল হয়।

প্রত্যক্ষ	দুর্বল পরোক্ষ	উন্নত পরোক্ষ
মা বললেন, "হায়! আমার সন্তানটি কত কষ্ট করছে।"	মা বললেন যে, তাঁর সন্তানটি কষ্ট করছে।	মা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর সন্তানটি খুব কষ্ট করছে।

২৮. সাহিত্য, সংবাদভাষা ও গবেষণায় উক্তি পরিবর্তন

উক্তি পরিবর্তন শুধু ব্যাকরণ বইয়ের নিয়ম নয়। সাহিত্য, সংবাদ, গবেষণা, আদালতের বিবৃতি, ইতিহাসচর্চা, সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদনে উক্তি পরিবর্তনের ব্যবহার আছে।

ক্ষেত্র	ব্যবহার	উদাহরণ
সাহিত্য	চরিত্রের মুখের ভাষা সরাসরি দেখাতে প্রত্যক্ষ উক্তি	মা বললেন, "তুই এত রাতে কোথায় ছিলি?"
সংবাদ	প্রতিবেদনধর্মী ভাষায় পরোক্ষ উক্তি	মন্ত্রী বলেন যে, সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
গবেষণা	অন্য গবেষকের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন	ভাষাবিদরা মনে করেন যে, ভাষা সামাজিক চেতনার বাহন।
সাক্ষাৎকার	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি দুটিই ব্যবহারযোগ্য	তিনি জানান যে, প্রকল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য উপকারী।

মডেল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ : উক্তি কাকে বলে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর : কোনো বক্তা বা কথকের কথন, বাক্য বা বক্তব্যকে উক্তি বলে। উক্তি দুই প্রকার–প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি। যে উক্তিতে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যেমন–রিমা বলল, "আমি বই পড়ি।" যে উক্তিতে বক্তার কথা অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যেমন–রিমা বলল যে, সে বই পড়ে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে, কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে থাকে না। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার নিজস্ব সর্বনাম, সময় ও স্থানবাচক শব্দ থাকে; পরোক্ষ উক্তিতে ভাষ্যকারের অবস্থান অনুযায়ী এগুলো পরিবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ২ : উক্তি পরিবর্তনের পাঁচটি প্রধান নিয়ম লেখো।

উত্তর : এক. প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধরণ চিহ্ন পরোক্ষ উক্তিতে লোপ পায়। দুই. বিবৃতিমূলক বাক্যে উপস্থাপক অংশের পর সাধারণত "যে" বসে। তিন. সর্বনাম বক্তা ও শ্রোতার অবস্থান অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। চার. সময় ও স্থানবাচক শব্দ অর্থ অনুযায়ী বদলায়। পাঁচ. বাক্যের ভাব অনুযায়ী জ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ৩ : চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম কী?

উত্তর : প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য বা সর্বজনস্বীকৃত সত্য থাকে, তবে পরোক্ষ উক্তিতে কালের পরিবর্তন হয় না। যেমন–শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।" ⟶ শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

৩০. অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

• উক্তি হলো বক্তার কথন বা বক্তব্য।

• উক্তি দুই প্রকার–প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

• প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা হুবহু থাকে।

• পরোক্ষ উক্তিতে বক্তার কথা ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়।

• উক্তির দুটি অংশ–উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশ।

• উক্তি পরিবর্তনের সময় উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়।

• বিবৃতিমূলক বাক্যে সাধারণত "যে" বসে।

• প্রশ্নবোধক বাক্যে "জিজ্ঞাসা করল", "জানতে চাইল" ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

• অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে "আদেশ করল", "অনুরোধ করল", "বলল" ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

• আবেগসূচক বাক্যে আবেগের প্রকৃতি প্রকাশ করতে হয়।

• চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না।

• সর্বনাম, সময়, স্থান ও ক্রিয়া অর্থসংগতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

• ভালো উক্তি পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হলো–অর্থ অক্ষুণ্ন রাখা।

৩১. চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুশীলন

১. রিনা বলল, "আমি আজ কলেজে যাব।"

২. বাবা বললেন, "তুমি কি পড়া শেষ করেছ?"

৩. শিক্ষক বললেন, "সবাই চুপ করো।"

৪. মা বললেন, "আহা! ছেলেটি কত কষ্ট করছে।"

৫. বিজ্ঞানী বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

৬. রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।"

৭. অধিনায়ক বললেন, "সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।"

৮. কবি বললেন, "মানুষ তার স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকে।"

৯. দাদু বললেন, "আমাদের সময়ে মানুষ এত যন্ত্রনির্ভর ছিল না।"

১০. মেয়েটি বলল, "দয়া করে আমাকে পথটি দেখিয়ে দিন।"

উক্তি পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের এমন এক অধ্যায়, যেখানে ভাষার রূপান্তর, দৃষ্টিকোণ, সময়বোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও ভাবপ্রকাশ একসঙ্গে কাজ করে। প্রত্যক্ষ উক্তি ভাষাকে জীবন্ত করে, আর পরোক্ষ উক্তি ভাষাকে বিশ্লেষণধর্মী করে। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার কণ্ঠস্বর সরাসরি শোনা যায়; পরোক্ষ উক্তিতে সেই কণ্ঠস্বর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় নতুন রূপ পায়।

তাই উক্তি পরিবর্তন শেখার অর্থ কেবল নিয়ম মুখস্থ করা নয়। এর অর্থ হলো–বাক্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকা বক্তা, শ্রোতা, সময়, স্থান, সম্পর্ক ও ভাবকে চিনতে শেখা। যে শিক্ষার্থী এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে, সে শুধু পরীক্ষায় শুদ্ধ উত্তর লিখতে পারে না; সে ভাষার গভীরতাও উপলব্ধি করতে পারে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

[১] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ : নবম-দশম শ্রেণি। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫; পুনর্মুদ্রণ ২০১৯। “উক্তি পরিবর্তন” অধ্যায়, পৃ. ২০২২০৪।

[২] Cambridge University Press. English Grammar Today. ÒReported Speech / Direct and Indirect Speech.Ó Cambridge Dictionary, online grammar resource.

[৩] বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা দ্বিতীয়পত্র : HSC Programme, Unit ১৪, “বাচ্য ও উক্তি পরিবর্তন।” বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আনুমানিক পৃ. ১৫-১৫৮।

[৪] ব্যবহারকারীর প্রদত্ত নোট/সংযুক্ত পাঠ্য। “উক্তি পরিচিতি” ও “উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম”–প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ উক্তি, উপস্থাপক-উপস্থাপিত অংশ, সর্বনাম, কালবাচক শব্দ, প্রশ্ন/অনুজ্ঞা/আবেগসূচক বাক্যের নিয়ম।

[৫] Gazi Online School. “উক্তি পরিবর্তন (বিস্তারিত).” অনলাইন বাংলা ব্যাকরণ সহায়িকা।

[৬] Team Make My Notes. “উক্তি পরিবর্তন / Ukti Poriborton in Bengali Grammar.” Make My Notes. প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৫।

[৭] বাংলা একাডেমি। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। বাক্যতত্ত্ব ও উক্তি-সম্পর্কিত আলোচনার জন্য সহায়ক গ্রন্থ।

দ্রষ্টব্য: অনলাইন সহায়ক উৎসগুলোকে প্রধান একাডেমিক উৎস না ধরে সহায়ক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; মূল কাঠামোর জন্য NCTB, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবহারকারীর প্রদত্ত নোটকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছেদ : উ³ি পরিবর্তন

ইংরেজি পরিভাষা : **Narration / Reported Speech**

থথ

1. ভূমিকা : মানুষের কথা, ভাষার দৃষ্টিকোণ

মানুষ শুধু কথা বলে না; মানুষ অন্যের কথাও আবার বলে। এই দ্বিতীয়বার বলার মধ্যেই ভাষার একটি সূ² শিল্প ও ব্যাকরণ কাজ করে। কোনো ব³া যখন নিজের মুখে বলে–"আমি যাব", তখন বাক্যটি তার ব্য³িগত উচ্চারণ, তার সময়, তার স্থান এবং তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে যু³ থাকে। কিন্তু অন্য কেউ যদি পরে সেই কথাটি বলে–"সে বলেছিল যে, সে যাবে"–তখন একই ব³ব্য নতুন দৃষ্টিকোণ লাভ করে। ব³া বদলায়, সময় বদলায়, শ্রোতা বদলায়, ভাষার ভঙ্গি বদলায়; অথচ ব³‡ব্যর মূল অর্থ অক্ষুণ্ন থাকে। এই অর্থ অক্ষুণ্ন রেখে রূপ পরিবর্তনের ব্যাকরণই হলো উ³ি পরিবর্তন।

বাংলা ব্যাকরণে উ³ি পরিবর্তন বাক্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কারণ এটি শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দেওয়ার নিয়ম নয়; বরং ব³‡ব্যর ব্য³ি, কাল, স্থান, ভাব, উদ্দেশ্য ও সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর। এ কারণে উ³ি পরিবর্তনকে বাক্যরূপান্তরের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন বলা যায়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ব্যাকরণগ্রন্থে উ³ি সম্পর্কে বলা হয়েছে–"কোনো কথকের বাক্‌কর্মের নাম উ³ি।"[1] এখানে 'বাক্‌কর্ম' শব্দটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উ³ি শুধু শব্দের সমষ্টি নয়; এটি একটি কার্য। কেউ ঘোষণা করে, কেউ প্রশ্ন করে, কেউ অনুরোধ করে, কেউ আদেশ করে, কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে–প্রতিটি উ³ির পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে। তাই উ³ি পরিবর্তনের সময় শুধু বাক্য নয়, ব³ার উদ্দেশ্যও ধরতে হয়।

ইংরেজি ব্যাকরণে একই ধারণা **Narration** বা **Reported Speech** নামে পরিচিত। **Cambridge English Grammar Today**-তে বলা হয়েছে–**"Reported speech is how we represent the speech of other people or what we ourselves say."**[2] অর্থাৎ অন্যের বা নিজের পূর্বো³ ব³ব্যকে পুনর্গঠন করে প্রকাশ করাই ৎবঢ়ড়ৎঃবফ ংঢ়ববপয। বাংলা ব্যাকরণে এই কাজটি "প্রত্যক্ষ উ³ি" ও "পরোক্ষ উ³ি"–এই দুই রীতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

থথ

2. উ³ি : শব্দার্থ ও ব্যাকরণিক পরিচয়

'উ³ি' শব্দের সঙ্গে 'বচন', 'কথন', 'বলা', 'উচ্চারণ'–এই ধারণাগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোনো ব³ার মুখে প্রকাশিত বাক্য বা ব³ব্যই উ³ি। কিন্তু ব্যাকরণে উ³ি বলতে শুধু কথার অস্তিত্ব বোঝায় না; বরং বোঝায়–কথাটি কার, কীভাবে বলা হয়েছে, কাকে বলা হয়েছে, কোন প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে এবং পরে সেটি কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।

সংজ্ঞা

†কানো ব³া বা কথকের উচ্চারিত, লিখিত অথবা মানসিক ব³ব্যকে উ³ি বলে। সেই ব³ব্য যদি ব³ার নিজের ভাষায় সরাসরি প্রকাশিত হয়, তবে তা প্রত্যক্ষ উ³ি; আর যদি অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তবে তা পরোক্ষ উ³ি।

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ উ³ি :

রাহিম বলল, "আমি আজ ঢাকা যাব।"

পরোক্ষ উ³ি :

রাহিম বলল যে, সে সেদিন ঢাকা যাবে।

প্রথম বাক্যে রাহিমের নিজের কথাটি অবিকল উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে সেই কথার অর্থ অক্ষুণ্ন আছে, কিন্তু ভাষা বদলে গেছে। তাই প্রথমটি প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি পরোক্ষ।

থথ

3. উ³ির প্রকৃতি : শুধু বাক্য নয়, ব³‡ব্যর অবস্থান

উ³ পরিবর্তন বোঝার জন্য প্রথমেই বুঝতে হবে–প্রত্যক্ষ উ³ ব³াকেন্দ্রিক, আর পরোক্ষ উ³ ভাষ্যকারকেন্দ্রিক।

প্রত্যক্ষ উ³ → ব³ার নিজের ভাষা, নিজের সময়, নিজের অবস্থান

পরোক্ষ উ³ → ভাষ্যকারের ভাষা, ভাষ্যকারের সময়, ভাষ্যকারের দৃষ্টিকোণ

প্রত্যক্ষ :

সুমন বলল, "আমি এখন এখানে আছি।"

পরোক্ষ :

সুমন বলল যে, সে তখন সেখানে ছিল।

এখানে চারটি পরিবর্তন ঘটেছে–

পরিবর্তনের ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
ব্যক্তি	আমি	সে
সময়	এখন	তখন
স্থান	এখানে	সেখানে
ক্রিয়া	আছি	ছিল

এই চারটি স্তর না বুঝলে উ³ পরিবর্তন মুখস্থ নিয়মে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাকরণিক দক্ষতা হলো–কেন এই পরিবর্তন ঘটছে তা বোঝা।

থথ

4. উ³র প্রকারভেদ

উ³ প্রধানত দুই প্রকার–

1. প্রত্যক্ষ উ³
2. পরোক্ষ উ³

উ³

|

┌──────────────┴──────────────┐

| |

প্রত্যক্ষ উ³   পরোক্ষ উ³

| |

ব³ার অবিকল ভাষা   ব³ার ব³‡ব্যর রূপান্তরিত ভাষা

| |

উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে   উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে না

থথ

5. প্রত্যক্ষ উক্তি

†য বাক্যে ব³ার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উ³ বলে। এতে ব³ার ভাষা, শব্দ, সর্বনাম, ক্রিয়া, আবেগ, বিরামচিহ্ন–সবকিছু মূলরূপে রাখা হয়।

উদাহরণ :

শিক্ষক বললেন, “তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ো।”

এখানে “তোমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ো”—অংশটি শিক্ষকের নিজের ভাষা। তাই এটি প্রত্যক্ষ উ³।

প্রত্যক্ষ উ³র বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
বক্তার কথা হুবহু থাকে	শব্দ পরিবর্তন করা হয় না
উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে	“ ” অথবা ‘ ’ ব্যবহৃত হয়
উপস্থাপক অংশ থাকে	যেমন—রাহিম বলল, শিক্ষক বললেন
উপস্থাপিত অংশ থাকে	বক্তার মূল বক্তব্য
আবেগ ও বিরামচিহ্ন অক্ষুণ্ন থাকে	?, !, “ ” ইত্যাদি থাকে
বক্তার দৃষ্টিকোণ বজায় থাকে	আমি, এখানে, এখন—এসব বক্তাকেন্দ্রিক থাকে

উদাহরণ :

মা বললেন, “হায়! ছেলেটি কত কষ্ট পাচ্ছে।”

রিনা জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি আজ আসবে?”

শিক্ষক বললেন, “সত্য কথা বলবে।”

থথথ

6. পরোক্ষ উ³

†য বাক্যে ব³ার ব³ব্য অবিকল উদ্ধৃত না হয়ে অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উ³ বলে।

উদাহরণ :

শিক্ষক বললেন যে, আমরা যেন মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

এখানে শিক্ষকের মূল কথার অর্থ আছে, কিন্তু তাঁর অবিকল ভাষা নেই। তাই এটি পরোক্ষ উ³।

পরোক্ষ উ³র বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
বক্তার কথা ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়	অবিকল উদ্ধৃতি থাকে না
উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে না	বক্তব্য বাক্যের সঙ্গে মিশে যায়
সর্বনাম বদলায়	আমি → সে, তুমি → আমি/সে/তারা

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
সময়-স্থান বদলায়	আজ ⟶ সেদিন, এখানে ⟶ সেখানে
জ্ঞাপক ক্রিয়া বদলায়	বলল ⟶ জিজ্ঞাসা করল, আদেশ করল, অনুরোধ করল
বাক্যের ভাব রক্ষা করা হয়	প্রশ্ন, আদেশ, অনুরোধ, আবেগ–সব আলাদা করে ধরা হয়

---

7. cÖZ¨¶ I c‡iv¶ Dw³i Zzjbvg~jK mviwY

আলোচ্য বিষয়	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
বক্তব্যের রূপ	হুবহু উদ্ধৃত	রূপান্তরিত
উদ্ধরণ চিহ্ন	থাকে	থাকে না
বক্তার ভাষা	অপরিবর্তিত	ভাষ্যকারের ভাষায় পরিবর্তিত
সর্বনাম	বক্তার অবস্থান অনুসারে	ভাষ্যকারের অবস্থান অনুসারে
সময়	বক্তার সময়	ভাষ্যকারের সময়
স্থান	বক্তার স্থান	ভাষ্যকারের স্থান
বাক্যের ভাব	মূলরূপে থাকে	জ্ঞাপক ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকাশিত
উদাহরণ	সে বলল, “আমি যাব।”	সে বলল যে, সে যাবে।

---

8. উ³ির গঠন : উপস্থাপক ও উপস্থাপিত অংশ

উ³ির গঠন বুঝতে না পারলে উ³ পরিবর্তন ঠিকভাবে করা যায় না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উ³ির সাধারণত দুটি অংশ থাকে–

1. উপস্থাপক অংশ

2. উপস্থাপিত অংশ

8.1 উপস্থাপক অংশ

†য অংশে ব³া এবং বলার ক্রিয়া থাকে, তাকে উপস্থাপক অংশ বলে।

উদাহরণ :

রাহুল বলল, “আমি যাব।”

এখানে “রাহুল বলল”–উপস্থাপক অংশ।

8.2 উপস্থাপিত অংশ

†য অংশে ব³ার মূল ব³ব্য থাকে, তাকে উপস্থাপিত অংশ বলে।

উদাহরণ :

রাহুল বলল, "আমি যাব।"

এখানে "আমি যাব"–উপস্থাপিত অংশ।

8.3 গঠন-ছক

রাহুল বলল, "আমি আজ যাব।"

│ │

│ └——— উপস্থাপিত অংশ

└——— উপস্থাপক অংশ

8.4 উপস্থাপক কর্তা ও উপস্থাপিত কর্তা

পদ	পরিচয়	উদাহরণ
উপস্থাপক কর্তা	যে বক্তব্য উপস্থাপন করে	রাহুল
উপস্থাপিত কর্তা	উপস্থাপিত অংশে যে কর্তা থাকে	আমি

উদাহরণ :

আরমান বলল, "আমরা তোমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম।"

এখানে–

অংশ	বিশ্লেষণ
আরমান বলল	উপস্থাপক অংশ
আমরা তোমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলাম	উপস্থাপিত অংশ
আরমান	উপস্থাপক কর্তা
আমরা	উপস্থাপিত কর্তা

---

9. উ৩ পরিবর্তনের মূল নীতি

উ৩ পরিবর্তনের মূল কথা হলো–রূপ বদলাবে, অর্থ বদলাবে না।

অর্থাৎ, পরোক্ষ উ৩ এমন হতে হবে যাতে ব৩ার ব৩‡ব্যর মূল উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন থাকে।

উ৩ পরিবর্তনের সূত্র

=

অর্থসংগতি

+ ব৩া-শ্রোতা সম্পর্ক

+ সর্বনাম পরিবর্তন

+ কাল ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য

+ সময়-স্থান পরিবর্তন

+ বাক্যের ভাব রক্ষা

এখানে “অর্থসংগতি” সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিয়ম প্রয়োগ করেও যদি অর্থ বদলে যায়, তবে উক্তি পরিবর্তন শুদ্ধ হয় না।

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

মিজান বলল, “আমি ভাত খাইনি।”

পরোক্ষ :

মিজান বলল যে, সে ভাত খায়নি।

কিন্তু যদি বাক্য হয়–

প্রত্যক্ষ :

মিজান করিমকে বলল, “আমি ভাত খাইনি।”

পরোক্ষ :

মিজান করিমকে বলল যে, সে ভাত খায়নি।

এখানে ‘সে’ শব্দটি মিজান না করিম–দুজনকেই বোঝাতে পারে। তাই প্রয়োজনে লিখতে হবে–

মিজান করিমকে বলল যে, সে মিজান ভাত খায়নি।

অথবা

মিজান করিমকে বলল যে, মিজান ভাত খায়নি।

অর্থের দ্ব্যর্থতা এড়ানো উক্তি পরিবর্তনের একটি বড় শর্ত।

থথথ

10. উক্তি পরিবর্তনের ধাপভিত্তিক প্রক্রিয়া

প্রথম ধাপ : উপস্থাপক অংশ শনাক্ত করো

দ্বিতীয় ধাপ : উপস্থাপিত অংশ শনাক্ত করো

তৃতীয় ধাপ : বাক্যের ধরন নির্ণয় করো

চতুর্থ ধাপ : উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ দাও

পঞ্চম ধাপ : প্রয়োজনমতো ‘যে’ বা জ্ঞাপক ক্রিয়া বসাও

ষষ্ঠ ধাপ : সর্বনাম পরিবর্তন করো

সপ্তম ধাপ : সময় ও স্থানবাচক শব্দ পরিবর্তন করো

অষ্টম ধাপ : ক্রিয়ার রূপ অর্থ অনুযায়ী মিলাও

নবম ধাপ : পুরো বাক্য পড়ে অর্থসংগতি যাচাই করো

থথথ

11. বিবৃতিমূলক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

বিবৃতিমূলক বাক্যে কোনো ঘটনা, অবস্থা, মত, তথ্য বা বিবরণ প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের প্রত্যক্ষ উ³‡ক পরোক্ষ উ³‡ত পরিবর্তন করতে সাধারণত "যে" সংযোজক অব্যয় বসে।

গঠন

উপস্থাপক অংশ + যে + রূপান্তরিত উপস্থাপিত অংশ

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

রিনা বলল, "আমি বইটি পড়েছি।"

পরোক্ষ :

রিনা বলল যে, সে বইটি পড়েছে।

বিশ্লেষণ

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	পরিবর্তনের কারণ
আমি	সে	রিনা সম্পর্কে ভাষ্যকার বলছে
পড়েছি	পড়েছে	কর্তা 'সে' অনুযায়ী ক্রিয়া
উদ্ধরণ চিহ্ন	নেই	পরোক্ষ উক্তি

আরও উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

কাজল বলল, "আমার বাবা বাড়ি নেই।"

পরোক্ষ :

কাজল বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

প্রত্যক্ষ :

নজরুল বলল, "আমি মাদারীপুর যাব।"

পরোক্ষ :

নজরুল বলল যে, সে মাদারীপুর যাবে।

থথথ

12. সর্বনাম পরিবর্তন : উ³ পরিবর্তনের প্রাণ

উ³ পরিবর্তনের সবচেয়ে সূ² বিষয় হলো সর্বনাম পরিবর্তন। কারণ সর্বনামের সঙ্গে ব³া, শ্রোতা এবং আলোচ্য ব্য³ির সম্পর্ক যু³ থাকে।

12.1 পুরুষভেদে সর্বনাম পরিবর্তন

বাংলা ভাষায় পুরুষ তিন প্রকার–

1. উত্তম পুরুষ : আমি, আমরা
2. মধ্যম পুরুষ : তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা
3. নাম পুরুষ : সে, তারা, তিনি, তাঁরা, রাহিম, করিম

প্রত্যক্ষ উ³‡ত ব³া নিজের জন্য 'আমি' ব্যবহার করে। কিন্তু পরোক্ষ উ³‡ত ভাষ্যকার সেই ব³াকে 'সে', 'তিনি', 'রাহিম', 'মা', 'শিক্ষক' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করে।

12.2 সর্বনাম পরিবর্তনের সারণি

প্রত্যক্ষ উক্তিতে	পরোক্ষ উক্তিতে সম্ভাব্য রূপ	উদাহরণ
আমি	সে / তিনি / বক্তার নাম	রাহিম বলল, "আমি যাব" → রাহিম বলল যে, সে যাবে
আমরা	তারা / তাঁরা / আমরা	ছাত্ররা বলল, "আমরা প্রস্তুত" → ছাত্ররা বলল যে, তারা প্রস্তুত
আমার	তার / তাঁর	রিনা বলল, "আমার বই" → রিনা বলল যে, তার বই
আমাদের	তাদের / তাঁদের / আমাদের	তারা বলল, "আমাদের কাজ শেষ" → তারা বলল যে, তাদের কাজ শেষ
তুমি	আমি / সে / তিনি / শ্রোতার পরিচয়	শিক্ষক আমাকে বললেন, "তুমি ভালো" → শিক্ষক বললেন যে, আমি ভালো
তোমরা	আমরা / তারা	শিক্ষক বললেন, "তোমরা পড়ো" → শিক্ষক বললেন যে, আমরা পড়ি
আপনি	আমি / তিনি / শ্রোতার পরিচয়	তিনি আমাকে বললেন, "আপনি আসুন" → তিনি আমাকে আসতে বললেন

12.3 ব³া ও শ্রোতার সম্পর্কভিত্তিক পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ :

তামিম আমাকে বলল, "তুমি খুব বুদ্ধিমান।"

পরোক্ষ :

তামিম আমাকে বলল যে, আমি খুব বুদ্ধিমান।

এখানে 'তুমি' শব্দটি ব³া তামিমের শ্রোতা 'আমাকে' বোঝাচ্ছে। তাই পরোক্ষ উ³‡ত তা 'আমি' হয়েছে।

প্রত্যক্ষ :

তামিম রুবেলকে বলল, "তুমি খুব বুদ্ধিমান।"

পরোক্ষ :

তামিম রুবেলকে বলল যে, সে খুব বুদ্ধিমান।

এখানে 'তুমি' রুবেলকে বোঝাচ্ছে। তাই পরোক্ষ উ³‡ত 'সে' হয়েছে।

থথ

13. সময়বাচক শব্দের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উ³‡ত সময় ব³ার বর্তমান অবস্থান থেকে নির্ধারিত হয়। কিন্তু পরোক্ষ উ³‡ত ভাষ্যকারের সময় অনুযায়ী সেই সময়কে পুনর্গঠন করতে হয়।

সময় পরিবর্তনের সারণি

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
আজ	সেদিন
এখন	তখন
এক্ষুনি	তক্ষুনি
আগামীকাল / কাল	পরদিন
গতকাল	আগের দিন / পূর্বদিন

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
গতরাত্রে	আগের রাত্রে
আগামী বছর	পরের বছর
এ বছর	সে বছর
এবার	সেবার
আজই	সেদিনই

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, “কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।”

পরোক্ষ :

শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

প্রত্যক্ষ :

আমিন বলল, “আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।”

পরোক্ষ :

আমিন বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছেন।

বিশেষ লক্ষণীয়

সময় পরিবর্তন সবসময় যান্ত্রিক নয়। যদি ব³ব্যটি একই দিনেই বলা হয়, তবে ‘আজ’ অনেক সময় ‘আজ’ হিসেবেও থাকতে পারে।

উদাহরণ :

সকাল 10টায় রিনা বলল, “আমি আজ পরীক্ষা দেব।”

সকাল 11টায় কেউ বলল : রিনা বলেছে যে, সে আজ পরীক্ষা দেবে।

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে বললে হবে–

রিনা বলেছিল যে, সে সেদিন পরীক্ষা দেবে।

অতএব, সময় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রেক্ষিত বুঝতে হবে।

থথথ

14. স্থানবাচক শব্দের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উ³‡ত ব³া নিজের অবস্থান থেকে ‘এখানে’, ‘এই’, ‘এদিকে’, ‘এখন’ ইত্যাদি বলে। পরোক্ষ উ³‡ত ভাষ্যকার যদি সেই স্থানে না থাকে, তবে শব্দগুলো বদলায়।

স্থান পরিবর্তনের সারণি

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
এখানে	সেখানে
এই	সেই
এ	সে

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ
এটা	সেটা
এভাবে	সেভাবে
এরূপ	সেরূপ
এদিকে	সেদিকে
আসা	যাওয়া
নিয়ে আসা	নিয়ে যাওয়া

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

†লাকটি বলল, "আমি আগামীকাল এখানে আসব।"

পরোক্ষ :

†লাকটি বলল যে, সে পরদিন সেখানে যাবে।

প্রত্যক্ষ :

রিনা বলল, "এই বইটি আমার।"

পরোক্ষ :

রিনা বলল যে, সেই বইটি তার।

আসা ও যাওয়া : একটি সূ2 সমস্যা

বাংলায় 'আসা' ও 'যাওয়া' শুধু ক্রিয়া নয়; এগুলো ব3র অবস্থানও জানায়।

প্রত্যক্ষ :

জাহাঙ্গীর বলল, "আমি এক্ষুনি আসছি।"

পরোক্ষ :

জাহাঙ্গীর বলল যে, সে তক্ষুনি যাচ্ছে।

†কন 'আসছি' → 'যাচ্ছে' হলো?

কারণ প্রত্যক্ষ উ3‡ত জাহাঙ্গীর শ্রোতার দিকে আসার কথা বলছে। কিন্তু ভাষ্যকারের দৃষ্টিকোণ বদলালে সেই গতি 'যাওয়া' হয়ে যেতে পারে।

থথথ

15. কাল ও ক্রিয়ার পরিবর্তন

বাংলায় উ3 পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজির মতো সবসময় কঠোর tense backshift প্রযোজ্য নয়। ইংরেজিতে past reporting verb থাকলে অনেক সময় present → past, will → would, can → could হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ, সময়, প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতার ওপর নির্ভর করে।

15.1 সাধারণ কাল পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
আমি যাই	সে যায় / যেত
আমি যাব	সে যাবে
আমি গিয়েছি	সে গিয়েছে / গিয়েছিল
আমি যাচ্ছি	সে যাচ্ছে / যাচ্ছিল
আমি করব	সে করবে
আমি করেছি	সে করেছে / করেছিল

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

করিম বলেছিল, “আমি বাজারে যাচ্ছি।”

পরোক্ষ :

করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

আবার বলা যায়–

করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছিল।

প্রথম রূপে করিমের ব³‡ব্যর বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় রূপে অতীত সময়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

15.2 আশ্রিত খণ্ডবাক্যের কাল

প্রত্যক্ষ :

†ছলে লিখেছিল, “শহরে খুব গরম পড়েছে।”

পরোক্ষ :

†ছলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল।

অথবা–

†ছলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছে।

প্রথম বাক্যে ঘটনাটি অতীত হিসেবে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে গরম পড়ার অবস্থা এখনও প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তাই বাংলা উ³ পরিবর্তনে “একটি মাত্র রূপই সবসময় শুদ্ধ”–এমন ভাবা ঠিক নয়।

থথথ

16. চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না

প্রত্যক্ষ উ³‡ত যদি চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রাকৃতিক নিয়ম, নৈতিক সত্য অথবা সর্বজনস্বীকৃত তথ্য থাকে, তবে পরোক্ষ উ³‡ত কালের পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, “সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।”

পরোক্ষ :

শিক্ষক বললেন যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।

প্রত্যক্ষ :

বিজ্ঞানী বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

পরোক্ষ :

বিজ্ঞানী বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"

পরোক্ষ :

শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

এখানে 'হয়', 'করে', 'গোলাকার'–এসব রূপ অপরিবর্তিত। কারণ সত্যটি ব3ার সময়ের ওপর নির্ভরশীল নয়।

থথ

17. 'যে' সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার

বাংলা পরোক্ষ উ3‡ত "যে" একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজক অব্যয়। এটি উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশকে যু3 করে।

প্রত্যক্ষ :

রাহিম বলল, "আমি অসুস্থ।"

পরোক্ষ :

রাহিম বলল যে, সে অসুস্থ।

তবে মনে রাখতে হবে, সব বাক্যে "যে" বসে না।

'যে' কখন বসে?

বাক্যের ধরন	'যে' বসে কি?	উদাহরণ
বিবৃতিমূলক	সাধারণত বসে	সে বলল যে, সে যাবে
আবেগসূচক	অনেক সময় বসে	সে দুঃখ করে বলল যে, সে অসুস্থ
প্রশ্নবোধক	সাধারণত বসে না	সে জানতে চাইল, আমি যাব কি না
অনুজ্ঞাসূচক	সাধারণত বসে না	সে আমাকে যেতে বলল
নিষেধসূচক	সাধারণত বসে না	সে আমাকে না যেতে বলল

ভুল :

শিক্ষক বললেন যে, তোমরা কি পড়েছ?

শুদ্ধ :

শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা পড়েছি কি না।

থথ

18. প্রশ্নবোধক বাক্যের উ3 পরিবর্তন

প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে শুধু 'বলল' রাখলে চলে না। প্রশ্নের ভাব বোঝাতে "জিজ্ঞাসা করল", "প্রশ্ন করল", "জানতে চাইল" ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

18.1 হ্যাঁ/না-বাচক প্রশ্ন

†যসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে দেওয়া যায়, সেগুলো হ্যাঁ/না-বাচক প্রশ্ন।

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, “তোমরা কি ছুটি চাও?”

পরোক্ষ :

শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা ছুটি চাই কি না।

প্রত্যক্ষ :

রিনা বলল, “তুমি কি আজ যাবে?”

পরোক্ষ :

রিনা জানতে চাইল, আমি সেদিন যাব কি না।

18.2 প্রশ্নবোধক শব্দযু³ প্রশ্ন

যদি প্রশ্নে কে, কী, কেন, কোথায়, কখন, কীভাবে, কবে, কত ইত্যাদি থাকে, তাহলে পরোক্ষ উ³‡ত সেই প্রশ্নবোধক শব্দ বজায় থাকে।

প্রত্যক্ষ :

বাবা বললেন, “তোমাদের ফল কবে বের হবে?”

পরোক্ষ :

বাবা জানতে চাইলেন, আমাদের ফল কবে বের হবে।

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, “তোমার নাম কী?”

পরোক্ষ :

শিক্ষক আমার নাম জানতে চাইলেন।

18.3 প্রশ্নচিহ্ন থাকে না

পরোক্ষ উ³‡ত প্রশ্নের ভাব থাকলেও প্রশ্নচিহ্ন থাকে না।

ভুল :

†স জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি?

শুদ্ধ :

†স জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি।

থথ

19. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের উ³ পরিবর্তন

†য বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, নিষেধ, প্রার্থনা, অনুমতি বা প্রস্তাব বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।

পরোক্ষ উ³‡ত এ ধরনের বাক্যে “যে” না বসে সাধারণত রহভরহরঃরাব জাতীয় গঠন ব্যবহৃত হয়–“করতে বলল”, “যেতে বলল”, “না করতে বলল”, “অনুরোধ করল”, “আদেশ করল”, “উপদেশ দিল” ইত্যাদি।

অনুজ্ঞার ধরনভেদে জ্ঞাপক ক্রিয়া

প্রত্যক্ষ বাক্যের ভাব পরোক্ষ জ্ঞাপক ক্রিয়া

আদেশ	আদেশ করল / করতে বলল

প্রত্যক্ষ বাক্যের ভাব পরোক্ষ জ্ঞাপক ক্রিয়া

অনুরোধ	অনুরোধ করল
উপদেশ	উপদেশ দিল
নিষেধ	নিষেধ করল / না করতে বলল
প্রার্থনা	প্রার্থনা করল
অনুমতি	অনুমতি চাইল / অনুমতি দিল
আমন্ত্রণ	আমন্ত্রণ জানাল

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

†সানালি বলল, “তোমরা আগামীকাল এসো।”

পরোক্ষ :

†সানালি তাদের পরদিন আসতে বলল।

প্রত্যক্ষ :

তিনি বললেন, “দয়া করে ভেতরে আসুন।”

পরোক্ষ :

তিনি আমাকে ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, “কখনো মিথ্যা বলবে না।”

পরোক্ষ :

শিক্ষক আমাদের কখনো মিথ্যা না বলতে উপদেশ দিলেন।

প্রত্যক্ষ :

পুলিশ বলল, “এখানে দাঁড়াবে না।”

পরোক্ষ :

পুলিশ সেখানে না দাঁড়াতে বলল।

থথথ

20. আবেগসূচক বাক্যের উক্তি পরিবর্তন

†য বাক্যে আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়, প্রশংসা, অনুতাপ, ভয়, ঘৃণা, করুণা ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে।

পরোক্ষ উক্তি‡ত বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকে না; আবেগের প্রকৃতি ভাষায় প্রকাশ করতে হয়।

আবেগভেদে রূপান্তর

প্রত্যক্ষ আবেগ পরোক্ষ রূপ

বাঃ!	প্রশংসা করে বলল / আনন্দের সঙ্গে বলল
হায়!	দুঃখ প্রকাশ করে বলল

প্রত্যক্ষ আবেগ পরোক্ষ রূপ

আহা!	করুণা প্রকাশ করে বলল
কী চমৎকার!	বিস্ময়/প্রশংসা প্রকাশ করে বলল
ধিক!	ঘৃণা প্রকাশ করে বলল
আফসোস!	অনুতাপ প্রকাশ করে বলল

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

মা বললেন, “বাঃ! গ্রামটি তো চমৎকার।”

পরোক্ষ :

মা আনন্দের সঙ্গে বললেন যে, গ্রামটি চমৎকার।

প্রত্যক্ষ :

বৃদ্ধা বলল, “শীতে আমি কতই না কষ্ট পাচ্ছি।”

পরোক্ষ :

বৃদ্ধা দুঃখের সঙ্গে বলল যে, সে শীতে খুবই কষ্ট পাচ্ছে।

প্রত্যক্ষ :

ছাত্ররা বলল, “কী মজা! আজ আমাদের ছুটি।”

পরোক্ষ :

ছাত্ররা আনন্দের সঙ্গে বলল যে, সেদিন তাদের ছুটি।

থথথ

21. সম্বোধন পদের পরিবর্তন

প্রত্যক্ষ উ³‡ত কারও নাম ধরে, পদবি ধরে অথবা সম্পর্কসূচক শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা হতে পারে। পরোক্ষ উ³‡ত সেই সম্বোধনকে আলাদা করে প্রকাশ করতে হয়।

প্রত্যক্ষ :

মিম বলল, “নাফিসা, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে আছি।”

পরোক্ষ :

মিম নাফিসাকে ডেকে বলল যে, সে তার মায়ের সঙ্গে আছে।

প্রত্যক্ষ :

রাহিম বলল, “বন্ধু, তুমি আমার পাশে থেকো।”

পরোক্ষ :

রাহিম বন্ধুকে তার পাশে থাকতে বলল।

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, “রুবেল, তুমি উত্তর দাও।”

পরোক্ষ :

শিক্ষক রুবেলকে উত্তর দিতে বললেন।

থথথ

22. একাধিক বাক্যের উ³ পরিবর্তন

কখনো প্রত্যক্ষ উ³র মধ্যে একাধিক বাক্য থাকে। তখন সব বাক্যকে এক নিয়মে পরিবর্তন করা যায় না। প্রতিটি বাক্যের ভাব আলাদা করে বুঝতে হয়।

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, "তোমরা মনোযোগ দাও। পরীক্ষা খুব কাছে। অলসতা করলে ক্ষতি হবে।"

পরোক্ষ :

শিক্ষক ছাত্রদের মনোযোগ দিতে বললেন এবং জানালেন যে, পরীক্ষা খুব কাছে; অলসতা করলে তাদের ক্ষতি হবে।

এখানে–

প্রত্যক্ষ অংশ	বাক্যের ধরন	পরোক্ষ রূপ
তোমরা মনোযোগ দাও	অনুজ্ঞাসূচক	মনোযোগ দিতে বললেন
পরীক্ষা খুব কাছে	বিবৃতিমূলক	জানালেন যে, পরীক্ষা খুব কাছে
অলসতা করলে ক্ষতি হবে	সতর্কতামূলক	সতর্ক করলেন যে, ক্ষতি হবে

আরও উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

মা বললেন, "বাইরে যেও না। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হতে পারে।"

পরোক্ষ :

মা বাইরে যেতে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, আকাশ মেঘলা; বৃষ্টি হতে পারে।

থথথ

23. অর্থসংগতি : উ³ পরিবর্তনের প্রধান বিচার

উ³ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় বিচার হলো অর্থসংগতি। শুধু নিয়ম প্রয়োগ করলেই বাক্য শুদ্ধ হয় না; ব³‡ব্যর অর্থ, আবেগ ও উদ্দেশ্য ঠিক আছে কি না তা দেখতে হয়।

প্রত্যক্ষ :

"তুমিই শেষ পর্যন্ত আমার সর্বনাশটা করলে?"

এটি শুধু প্রশ্ন নয়; এতে অভিযোগ, বিস্ময় ও দুঃখ আছে। তাই পরোক্ষ রূপ হতে পারে–

†শ্রাতা আহত বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, সে কীভাবে তার সর্বনাশটা করতে পারল।

অথবা–

ব³া দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করে জানতে চাইলেন, শ্রোতা কীভাবে তার সর্বনাশ করল।

এখানে "প্রশ্ন করল" লিখলেই যথেষ্ট নয়; আবেগ ধরতে হবে।

থথথ

24. উ³ পরিবর্তনে জ্ঞাপক ক্রিয়ার ভূমিকা

জ্ঞাপক ক্রিয়া হলো সেই ক্রিয়া, যার মাধ্যমে বোঝা যায় ব³া কী ধরনের ব³ব্য প্রকাশ করেছে। যেমন–বলল, জানাল, জিজ্ঞাসা করল, আদেশ করল, অনুরোধ করল, উপদেশ দিল, সতর্ক করল, বিস্ময় প্রকাশ করল।

জ্ঞাপক ক্রিয়ার সারণি

প্রত্যক্ষ উক্তির ভাব	সম্ভাব্য জ্ঞাপক ক্রিয়া
সাধারণ বিবৃতি	বলল, জানাল, উল্লেখ করল
তথ্য প্রদান	জানাল, বলল, ব্যাখ্যা করল
প্রশ্ন	জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল
আদেশ	আদেশ করল, নির্দেশ দিল
অনুরোধ	অনুরোধ করল
উপদেশ	উপদেশ দিল, পরামর্শ দিল
নিষেধ	নিষেধ করল, না করতে বলল
বিস্ময়	বিস্ময় প্রকাশ করল
আনন্দ	আনন্দ প্রকাশ করল
দুঃখ	দুঃখ প্রকাশ করল
ভয়	ভীতস্বরে বলল
অভিযোগ	অভিযোগ করে বলল
সতর্কতা	সতর্ক করল

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

†স বলল, "সাবধানে রাস্তা পার হবে।"

পরোক্ষ :

†স আমাকে সাবধানে রাস্তা পার হতে সতর্ক করল।

এখানে শুধু "বলল" নয়; "সতর্ক করল" বেশি যথার্থ।

থথ

25. উ³ পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ সারণি

ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
উদ্ধরণ চিহ্ন	থাকে	থাকে না
কমা	উপস্থাপক অংশের পরে থাকে	অনেক ক্ষেত্রে থাকে না
আমি	সে/তিনি/বক্তার নাম	প্রেক্ষিতভেদে
তুমি	আমি/সে/শ্রোতার নাম	শ্রোতাভেদে
আজ	সেদিন	সময়ান্তরে
এখন	তখন	সময়ান্তরে
এখানে	সেখানে	স্থানান্তরে

ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি
আসা	যাওয়া	দৃষ্টিকোণভেদে
বলল	বলল যে	বিবৃতিমূলকে
বলল	জিজ্ঞাসা করল	প্রশ্নবোধকে
বলল	আদেশ/অনুরোধ/উপদেশ করল	অনুজ্ঞাসূচকে
!	আবেগ প্রকাশ করে বলল	আবেগসূচকে
?	জানতে চাইল	প্রশ্নবোধকে

---

26. **উ³ পরিবর্তনের "ভাব-গ্রাফ"**

প্রত্যক্ষ উ³

```
 |
 ┌──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────
───┐
 |              |              |
```

ব³‡ব্যর শব্দ   ব³র অবস্থান   বাক্যের ভাব

```
 |              |              |
```

উদ্ধরণ চিহ্নে থাকে   আমি/এখানে/আজ   প্রশ্ন/আদেশ/আবেগ

```
 |              |              |
 └──────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴────────
───┘
 |              |
```

রূপান্তর   অর্থসংগতি

```
 |              |
 └──────────────── পরোক্ষ উ³
```

থথথ

27. **উচ্চতর বিশ্লেষণ : উ³ পরিবর্তন ও দৃষ্টিকোণ**

উ³ পরিবর্তনের গভীর ব্যাকরণিক তাৎপর্য হলো দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন। প্রত্যক্ষ উ³‡ত ব³‡ব্যর কেন্দ্র ব³। পরোক্ষ উ³‡ত ব³‡ব্যর কেন্দ্র ভাষ্যকার।

প্রত্যক্ষ :

রুবেল বলল, "আমি এখানে থাকব।"

এখানে ব³ রুবেল। "আমি" রুবেল, "এখানে" রুবেলের স্থান, "থাকব" রুবেলের ভবিষ্যৎ ইচ্ছা।

পরোক্ষ :

রুবেল বলল যে, সে সেখানে থাকবে।

এখানে ভাষ্যকার রুবেলের কথা বলছে। তাই–

দৃষ্টিকোণ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
ব্যক্তি	আমি	সে
স্থান	এখানে	সেখানে
ভাষ্য	বক্তার	ভাষ্যকারের
বাক্যরীতি	উদ্ধৃত	প্রতিবেদনধর্মী

এই দৃষ্টিকোণ-পরিবর্তনই উক্তি পরিবর্তনের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি।

থথথ

28. বাংলা ও ইংরেজি ঘধৎৎধঃরড়হ-এর তুলনামূলক আলোচনা

বাংলা উক্তি পরিবর্তন ও ইংরেজি ৎবঢ়ড়ৎঃবফ ংঢ়ববপয-এর মধ্যে মিল থাকলেও কিছু পার্থক্য আছে।

মিল

দিক	বাংলা	ইংরেজি
দুই রূপ	প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ	উরৎবপঃ/ওহফরৎবপঃ
বক্তার কথা	হুবহু বা রূপান্তরিত	ঊীধপঃ ড়িৎফং / ৎবঢ়ড়ৎঃবফ ড়িৎফং
সর্বনাম পরিবর্তন	হয়	হয়
সময় পরিবর্তন	হয়	হয়
প্রশ্নে রূপান্তর	জানতে চাইল	ধংশবফ রভ/যিবঃযবৎ/যি-ড়িৎফ
আদেশে রূপান্তর	করতে বলল	ঃড়ষফ/ড়ৎফবৎবফ ঃড় ফড়

পার্থক্য

দিক	বাংলা	ইংরেজি
কাল পরিবর্তন	প্রেক্ষিতনির্ভর	তুলনামূলকভাবে নিয়মবদ্ধ নধপশংযরভঃ
‘যে’	বিবৃতিতে ব্যবহৃত	ঃযধঃ ব্যবহৃত বা লোপ পেতে পারে
সম্মানসূচকতা	আপনি/তুমি/তুই/তিনি–গুরুত্বপূর্ণ	ড়ঁ একাধিক সম্পর্ক বোঝাতে পারে
ক্রিয়ার সম্মানরূপ	যান, যায়, যাও–ভিন্ন	াবৎন ধমৎববসবহঃ সীমিত
আসা/যাওয়া	দৃষ্টিকোণভেদে বদলায়	পড়সব/মড় বদলায়, কিন্তু বাংলায় সামাজিক-স্থানিক সূক্ষ্মতা বেশি

উদাহরণ :

বাংলা :

তিনি বললেন, “আমি যাব।”

তিনি বললেন যে, তিনি যাবেন।

ইংরেজি :

ঐব ংধরফ, "ও রিষষ মড়."

ঐব ংধরফ ঃযধঃ যব ড়িঁষফ মড়.

বাংলায় "যাবেন" সম্মানসূচকতা ধরে রাখে। ইংরেজিতে যব ড়িঁষফ মড়—এমন একটি মাত্র রূপে সম্মানভেদ প্রকাশ পায় না।

থথথ

29. প্রচলিত ভুল ও সংশোধন

ভুল বাক্য	শুদ্ধ বাক্য	ব্যাখ্যা
সে বলল যে, "সে যাবে।"	সে বলল যে, সে যাবে।	পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে না
শিক্ষক বললেন যে, তোমরা কি পড়েছ?	শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা পড়েছি কি না।	প্রশ্নবোধকে 'জানতে চাইলেন'
রাহিম বলল যে, আমি যাব।	রাহিম বলল যে, সে যাবে।	'আমি' বক্তা অনুযায়ী 'সে' হবে
মা বললেন যে, দরজা বন্ধ করো।	মা আমাকে দরজা বন্ধ করতে বললেন।	অনুজ্ঞাসূচকে 'করতে বললেন'
সে বলল যে, এখানে আসবে।	সে বলল যে, সেখানে যাবে।	স্থান ও গমনদিক বদল প্রয়োজন
সে জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি?	সে জানতে চাইল, আমি কোথায় যাচ্ছি।	পরোক্ষ প্রশ্নে প্রশ্নচিহ্ন নয়

---

30. পরীক্ষাভিত্তিক রূপান্তর কৌশল

উ³ পরিবর্তনের প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা সাধারণত তিন ধরনের ভুল করে—

1. সর্বনাম ভুল করে

2. প্রশ্নবোধক বাক্যে 'যে' বসায়

3. আবেগসূচক বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ভাব ধরতে পারে না

সহজ কৌশল

†ক বলেছে? → কাকে বলেছে? → কী ধরনের বাক্য? → কোন সময়? → কোন স্থান? → কী আবেগ?

এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর পেলেই অধিকাংশ উ³ সঠিকভাবে পরিবর্তন করা যায়।

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক আমাকে বললেন, "তুমি কি আজ পাঠ শিখেছ?"

বিশ্লেষণ :

প্রশ্ন	উত্তর
কে বলেছে?	শিক্ষক
কাকে বলেছে?	আমাকে
বাক্যের ধরন কী?	প্রশ্নবোধক
'তুমি' কাকে বোঝায়?	আমাকে

প্রশ্ন	উত্তর
‘আজ’ কী হবে?	সেদিন / আজ, প্রেক্ষিতভেদে
জ্ঞাপক ক্রিয়া কী হবে?	জানতে চাইলেন

পরোক্ষ :

শিক্ষক আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি সেদিন পাঠ শিখেছি কি না।

থথ

31. আরও উদাহরণ : স্তরভিত্তিক অনুশীলন

ক. সহজ স্তর

প্রত্যক্ষ :

রিমা বলল, “আমি গান গাই।”

পরোক্ষ :

রিমা বলল যে, সে গান গায়।

প্রত্যক্ষ :

বাবা বললেন, “আমি আজ ব্যস্ত।”

পরোক্ষ :

বাবা বললেন যে, তিনি সেদিন ব্যস্ত ছিলেন।

খ. মধ্যম স্তর

প্রত্যক্ষ :

মা আমাকে বললেন, “তুমি এখন পড়তে বসো।”

পরোক্ষ :

মা আমাকে তখন পড়তে বসতে বললেন।

প্রত্যক্ষ :

রুবেল বলল, “আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।”

পরোক্ষ :

রুবেল বলল যে, সে আগের দিন সেখানে গিয়েছিল।

গ. উচ্চতর স্তর

প্রত্যক্ষ :

বৃদ্ধ বললেন, “হায়! আমার ছেলেটি আজও বাড়ি ফিরল না।”

পরোক্ষ :

বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর ছেলেটি সেদিনও বাড়ি ফেরেনি।

প্রত্যক্ষ :

অধিনায়ক বললেন, “সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।”

পরোক্ষ

পরোক্ষ :

অধিনায়ক সৈনিকদের সামনে এগিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

ঘ. গবেষণামূলক স্তর

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, "মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

পরোক্ষ :

শিক্ষক বললেন যে, মানুষ ভাষার মাধ্যমেই নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ব্যাখ্যা :

এখানে ব³ব্যটি সাধারণ সত্য বা তাত্ত্বিক সত্যের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। তাই পরোক্ষ উ³‡ত ক্রিয়ার কাল পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রত্যক্ষ :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে মোরে ভালোবাসে, সে কি কভু আমায় ভুলিতে পারে?"

পরোক্ষ :

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নরূপে বলেছেন যে, যে তাঁকে ভালোবাসে, সে কখনো তাঁকে ভুলতে পারে কি না।

ব্যাখ্যা :

সাহিত্যিক উদ্ধৃতি পরোক্ষ উ³‡ত রূপান্তর করতে গেলে কেবল ব্যাকরণ নয়, ব³‡ব্যর আবেগ, ভঙ্গি ও কাব্যিকতা রক্ষা করাও জরুরি।

প্রত্যক্ষ :

†নতা বললেন, "আজ তোমরা যে সাহস দেখিয়েছ, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।"

পরোক্ষ :

†নতা বললেন যে, সেদিন তারা যে সাহস দেখিয়েছিল, তা ইতিহাসে লেখা থাকবে।

ব্যাখ্যা :

এখানে "আজ" হয়েছে "সেদিন", "তোমরা" হয়েছে "তারা", এবং "দেখিয়েছ" হয়েছে "দেখিয়েছিল"। তবে "ইতিহাসে লেখা থাকবে" অংশটি ভবিষ্যৎ ফল বোঝাচ্ছে বলে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

32. উ³ পরিবর্তনে অর্থসংগতি : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক

উ³ পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য শব্দ বদলানো নয়, অর্থ রক্ষা করা। অনেক শিক্ষার্থী মনে করে, প্রত্যক্ষ উ³‡ক পরোক্ষ উ³‡ত আনতে হলে শুধু উদ্ধরণ চিহ্ন তুলে দিয়ে 'যে' বসালেই কাজ শেষ। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে উ³ পরিবর্তনের সময় ব³‡ব্যর অর্থ, ব³ার উদ্দেশ্য, শ্রোতার অবস্থান, সময়, স্থান ও বাক্যের ভাব–সবকিছুর প্রতি লক্ষ রাখতে হয়।

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

রিনা বলল, "আমি এখন আসছি।"

ভুল পরোক্ষ :

রিনা বলল যে, সে এখন আসছে।

শুদ্ধ পরোক্ষ :

রিনা বলল যে, সে তখন আসছিল।

অথবা,

রিনা বলল যে, সে তখন যাচ্ছিল।

ব্যাখ্যা :

"আসছি" ক্রিয়াটি ব৩ার অবস্থান থেকে বলা। কিন্তু ভাষ্যকারের অবস্থান বদলে গেলে "আসছি" অনেক ক্ষেত্রে "যাচ্ছিল" হতে পারে। তাই বাংলা উ৩ পরিবর্তনে "আসা" ও "যাওয়া" শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

33. "আসা" ও "যাওয়া" ক্রিয়ার বিশেষ ব্যবহার

বাংলা উ৩ পরিবর্তনে "আসা" ও "যাওয়া" ক্রিয়ার পরিবর্তন অত্যন্ত সূ২। কারণ এই দুটি ক্রিয়া ব৩ার অবস্থান ও গমনের দিকের সঙ্গে যু৩।

প্রত্যক্ষ :

রাহুল বলল, "আমি কাল তোমাদের বাড়ি আসব।"

পরোক্ষ :

রাহুল বলল যে, সে পরদিন আমাদের বাড়ি আসবে।

কিন্তু–

প্রত্যক্ষ :

রাহুল বলল, "আমি কাল এখানে আসব।"

পরোক্ষ :

রাহুল বলল যে, সে পরদিন সেখানে যাবে।

সারণি :

প্রত্যক্ষ রূপ	পরোক্ষ রূপ	কারণ
এখানে আসব	সেখানে যাবে	বক্তার স্থান বদলেছে
তোমাদের বাড়ি আসব	আমাদের বাড়ি আসবে	ভাষ্যকারের বাড়ি হলে "আসবে" থাকবে
ওখানে যাব	সেখানে যাবে	দূরবর্তী স্থান অপরিবর্তিত থাকে
এদিকে এসো	সেদিকে যেতে বলল	নির্দেশের দিক বদলায়

এই কারণে উ৩ পরিবর্তন করার সময় শুধু শব্দ নয়, বাক্যের ভৌগোলিক দিকও বুঝতে হয়।

34. জ্ঞাপক ক্রিয়ার ব্যবহার

প্রত্যক্ষ উ৩‡ত অধিকাংশ সময় "বলল", "বললেন", "বলেছিল" ইত্যাদি ক্রিয়া থাকে। কিন্তু পরোক্ষ উ৩‡ত বাক্যের ভাব অনুযায়ী জ্ঞাপক ক্রিয়া বদলাতে হয়। এটিই উন্নত ভাষাজ্ঞানের লক্ষণ।

সারণি :

বাক্যের ধরন	প্রত্যক্ষ উক্তির সাধারণ ক্রিয়া	পরোক্ষ উক্তির উপযুক্ত ক্রিয়া
বিবৃতি	বলল	বলল, জানাল, উল্লেখ করল
প্রশ্ন	বলল	জিজ্ঞাসা করল, জানতে চাইল, প্রশ্ন করল
আদেশ	বলল	আদেশ করল, নির্দেশ দিল
অনুরোধ	বলল	অনুরোধ করল, নিবেদন করল
উপদেশ	বলল	উপদেশ দিল, পরামর্শ দিল
নিষেধ	বলল	নিষেধ করল, বারণ করল
আবেগ	বলল	আনন্দ প্রকাশ করল, দুঃখ প্রকাশ করল, বিস্ময় প্রকাশ করল

বাক্যের ধরন	প্রত্যক্ষ উক্তির সাধারণ ক্রিয়া	পরোক্ষ উক্তির উপযুক্ত ক্রিয়া
প্রার্থনা	বলল	প্রার্থনা করল, মিনতি করল

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

মা বললেন, "চুপ করো।"

পরোক্ষ :

মা আমাকে চুপ করতে বললেন।

অথবা,

মা আমাকে চুপ করতে আদেশ করলেন।

প্রত্যক্ষ :

ভিক্ষুক বলল, "দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন।"

পরোক্ষ :

ভিক্ষুক আমাকে একটু সাহায্য করতে অনুরোধ করল।

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, "তোমরা নিয়মিত পড়াশোনা করবে।"

পরোক্ষ :

শিক্ষক আমাদের নিয়মিত পড়াশোনা করতে উপদেশ দিলেন।

35. উ³ পরিবর্তনে ভদ্রতা ও সামাজিক সম্পর্ক

বাংলা ভাষায় ভদ্রতা, বয়স, সম্পর্ক ও সামাজিক মর্যাদার প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই উ³ পরিবর্তনের সময় "তুই", "তুমি", "আপনি", "সে", "তিনি", "ও", "তারা", "তাঁরা"–এসব সর্বনাম সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

†ছলে বলল, "বাবা, তুমি কখন ফিরবে?"

পরোক্ষ :

†ছলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কখন ফিরবেন।

এখানে "তুমি" শব্দটি প্রত্যক্ষ উ³‡ত পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পরোক্ষ উ³‡ত বাবার প্রতি সম্মান দেখাতে "তিনি" এবং "ফিরবেন" ব্যবহার করা হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষার্থী বলল, "স্যার, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন?"

পরোক্ষ :

শিক্ষার্থী স্যারকে জিজ্ঞাসা করল, তিনি তাদের সাহায্য করবেন কি না।

এখানে "আপনি" হয়েছে "তিনি", "আমাদের" হয়েছে "তাদের"।

36. পরোক্ষ উ³‡ত 'যে' কখন বসে, কখন বসে না

উক্তি পরিবর্তনে 'যে' ব্যবহারের নিয়ম খুব গুরুত্বপূর্ণ। সব বাক্যে 'যে' বসে না।

ক. বিবৃতিমূলক বাক্যে 'যে' বসে

প্রত্যক্ষ :

রিমা বলল, "আমি অসুস্থ।"

পরোক্ষ :

রিমা বলল যে, সে অসুস্থ।

খ. প্রশ্নবোধক বাক্যে সাধারণত 'যে' বসে না

প্রত্যক্ষ :

শিক্ষক বললেন, "তোমার নাম কী?"

ভুল :

শিক্ষক বললেন যে, আমার নাম কী।

শুদ্ধ :

শিক্ষক আমার নাম জানতে চাইলেন।

গ. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে সাধারণত 'যে' বসে না

প্রত্যক্ষ :

মা বললেন, "এখন পড়তে বসো।"

ভুল :

মা বললেন যে, এখন পড়তে বসো।

শুদ্ধ :

মা আমাকে তখন পড়তে বসতে বললেন।

ঘ. আবেগসূচক বাক্যে 'যে' বসতে পারে, তবে আবেগসূচক শব্দ বাদ যায়

প্রত্যক্ষ :

†স বলল, "আহা! দৃশ্যটি কী সুন্দর!"

পরোক্ষ :

†স বিস্ময় প্রকাশ করে বলল যে, দৃশ্যটি খুব সুন্দর।

37. উক্তি পরিবর্তনের ধাপভিত্তিক পদ্ধতি

শিক্ষার্থীদের জন্য উক্তি পরিবর্তনের সহজ ধাপ নিচে দেওয়া হলো–

ধাপ 1 : বাক্যটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো।

ধাপ 2 : উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশ আলাদা করো।

ধাপ 3 : বাক্যটি বিবৃতি, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা না আবেগ–তা নির্ণয় করো।

ধাপ 4 : উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ দাও।

ধাপ 5 : প্রয়োজন হলে 'যে' বসাও।

ধাপ 6 : সর্বনাম পরিবর্তন করো।

ধাপ 7 : সময় ও স্থানবাচক শব্দ পরিবর্তন করো।

ধাপ 8 : ক্রিয়ার রূপ অর্থ অনুযায়ী মিলিয়ে দাও।

ধাপ 9 : বাক্যটি আবার পড়ে দেখো অর্থ ঠিক আছে কি না।

চার্ট :

প্রত্যক্ষ উক্তি

↓

বাক্যের ধরন নির্ণয়

↓

উদ্ধরণ চিহ্ন বাদ

↓

সর্বনাম পরিবর্তন

↓

সময়-স্থান পরিবর্তন

↓

জ্ঞাপক ক্রিয়া নির্বাচন

↓

অর্থসংগতি পরীক্ষা

↓

পরোক্ষ উক্তি

38. পরীক্ষায় উক্তি পরিবর্তনের কৌশল

পরীক্ষায় উক্তি পরিবর্তনের প্রশ্নে সাধারণত শিক্ষার্থীরা তাড়াহুড়া করে ভুল করে। নিচের বিষয়গুলো মনে রাখলে ভুল কম হবে।

1. প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্নচিহ্ন থাকবে না।

2. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে "করতে বলল", "যেতে বলল", "না করতে বলল" জাতীয় রূপ ব্যবহার করতে হবে।

3. আবেগসূচক বাক্যে "আহা", "হায়", "বাঃ", "ছি" ইত্যাদি শব্দ সরাসরি রাখা যাবে না; এগুলোর ভাব প্রকাশ করতে হবে।

4. "আজ", "কাল", "এখন", "এখানে"—এসব শব্দ প্রায়ই বদলাতে হয়।

5. "আমি" সবসময় "সে" হবে—এমন নয়। বক্তা কে, শ্রোতা কে—তা দেখে পরিবর্তন করতে হবে।

6. চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন করা যাবে না।

7. বাক্যের অর্থ যেন কোনোভাবেই বিকৃত না হয়।

39. ভুল সংশোধনভিত্তিক অনুশীলন

নিচের ভুল বাক্যগুলো সংশোধন করো।

1. ভুল :

রাহিম বলল যে, "সে আজ যাবে।"

শুদ্ধ :

রাহিম বলল যে, সে সেদিন যাবে।

কারণ :

পরোক্ষ উি‡ত উদ্ধরণ চিহ্ন থাকবে না এবং “আজ” হবে “সেদিন”।

2. ভুল :

শিক্ষক বললেন যে, তোমরা কি পড়া শেষ করেছ?

শুদ্ধ :

শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা পড়া শেষ করেছি কি না।

কারণ :

প্রশ্নবোধক বাক্যে “জানতে চাইলেন” এবং “কি না” ব্যবহৃত হবে।

3. ভুল :

মা বললেন যে, দরজা বন্ধ করো।

শুদ্ধ :

মা আমাকে দরজা বন্ধ করতে বললেন।

কারণ :

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে “করতে বললেন” ব্যবহার করতে হয়।

4. ভুল :

†স বলল যে, আমি এখানে থাকব।

শুদ্ধ :

†স বলল যে, সে সেখানে থাকবে।

কারণ :

“আমি” হয়েছে “সে”; “এখানে” হয়েছে “সেখানে”।

5. ভুল :

শিক্ষক বললেন যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়েছিল।

শুদ্ধ :

শিক্ষক বললেন যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়।

কারণ :

চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না।

40. প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ : পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর-সারণি

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি	নিয়ম
সে বলল, “আমি আজ যাব।”	সে বলল যে, সে সেদিন যাবে।	সর্বনাম ও সময় পরিবর্তন
মা বললেন, “তুমি এখন পড়ো।”	মা আমাকে তখন পড়তে বললেন।	অনুজ্ঞা ও সময় পরিবর্তন
শিক্ষক বললেন, “তোমরা কি বুঝেছ?”	শিক্ষক জানতে চাইলেন, আমরা বুঝেছি কি না।	প্রশ্নরূপ
বৃদ্ধ বলল, “হায়! আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।”	বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে বলল যে, সে খুব কষ্ট পাচ্ছে।	আবেগ প্রকাশ

প্রত্যক্ষ উক্তি	পরোক্ষ উক্তি	নিয়ম
বাবা বললেন, "পৃথিবী গোলাকার।"	বাবা বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।	চিরন্তন সত্য
রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।"	রুবেল বলল যে, সে আগের দিন সেখানে গিয়েছিল।	সময় ও স্থান পরিবর্তন
নেতা বললেন, "তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।"	নেতা তাদের সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।	আদেশসূচক রূপ
রিমা বলল, "বাঃ! ফুলটি সুন্দর।"	রিমা প্রশংসা করে বলল যে, ফুলটি সুন্দর।	আবেগসূচক রূপ

41. উ৩ পরিবর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য

উ৩ পরিবর্তন বাংলা বাক্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; ভাষা হলো দৃষ্টিকোণ, সম্পর্ক, সময় ও ভাবের সংগঠিত প্রকাশ। প্রত্যক্ষ উ৩‡ত ব৩ার উপস্থিতি সরাসরি থাকে। সেখানে ব৩ার কণ্ঠস্বর, আবেগ ও ভঙ্গি স্পষ্ট। কিন্তু পরোক্ষ উ৩‡ত ব৩ার কণ্ঠস্বর ভাষ্যকারের ভাষায় মিশে যায়।

এই কারণে পরোক্ষ উ৩ অনেক বেশি বিশ্লেষণধর্মী। এতে ভাষ্যকারকে বুঝতে হয়–

†ক কথা বলেছে,

কার সঙ্গে কথা বলেছে,

কখন কথা বলেছে,

†কাথায় কথা বলেছে,

কী উদ্দেশ্যে কথা বলেছে,

কথাটির ভঙ্গি কেমন ছিল।

এই ছয়টি বিষয় না বুঝলে পরোক্ষ উ৩ সঠিক হয় না।

42. সাহিত্য ও সংবাদভাষায় উ৩ পরিবর্তনের ব্যবহার

উ৩ পরিবর্তন শুধু ব্যাকরণ বইয়ের নিয়ম নয়। সাহিত্য, সংবাদ, গবেষণা, আদালতের বিবৃতি, ইতিহাসচর্চা, সাক্ষাৎকার, প্রতিবেদন–সব জায়গায় উ৩ পরিবর্তনের ব্যবহার আছে।

সাহিত্যে :

†লখক চরিত্রের মুখের ভাষা সরাসরি দেখাতে প্রত্যক্ষ উ৩ ব্যবহার করেন।

উদাহরণ :

মা বললেন, "তুই এত রাতে কোথায় ছিলি?"

এখানে চরিত্রের আবেগ সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে।

সংবাদভাষায় :

সংবাদ প্রতিবেদনে পরোক্ষ উ৩ †বশি ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

মন্ত্রী বলেন যে, সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গবেষণায় :

গবেষণাপত্রে অন্য গবেষকের ব৩ব্য পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করা হয়।

উদাহরণ :

ভাষাবিদরা মনে করেন যে, ভাষা মানুষের সামাজিক চেতনার প্রধান বাহন।

সাক্ষাৎকারে :

সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উ৩ দুটিই ব্যবহৃত হতে পারে।

43. উ৩ পরিবর্তন ও বাক্যের ভাব

একটি বাক্যের ভাব না বুঝে উ৩ পরিবর্তন করলে বাক্য দুর্বল হয়ে যায়। যেমন–

প্রত্যক্ষ :

মা বললেন, "হায়! আমার সন্তানটি কত কষ্ট করছে।"

দুর্বল পরোক্ষ :

মা বললেন যে, তাঁর সন্তানটি কষ্ট করছে।

উন্নত পরোক্ষ :

মা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, তাঁর সন্তানটি খুব কষ্ট করছে।

এখানে দ্বিতীয় বাক্যে তথ্য আছে, কিন্তু আবেগ নেই। তৃতীয় বাক্যে তথ্য ও আবেগ দুটোই আছে। তাই পরোক্ষ উ৩র উন্নত রূপে ভাব সংরক্ষণ জরুরি।

44. উচ্চতর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্লেষণমূলক উদাহরণ

প্রত্যক্ষ :

প্রধান শিক্ষক বললেন, "শিক্ষার্থীরা, তোমরা শুধু পরীক্ষার জন্য পড়বে না; জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়বে।"

পরোক্ষ :

প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বললেন যে, তারা যেন শুধু পরীক্ষার জন্য না পড়ে, জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ে।

বিশ্লেষণ :

এখানে "শিক্ষার্থীরা" সম্বোধন পদ। পরোক্ষ উ৩‡ত সেটি "শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে" হয়েছে। "তোমরা" হয়েছে "তারা"। অনুজ্ঞামূলক ভাব থাকায় "যেন" ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ :

মু৩‡যাদ্ধা বললেন, "আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা তোমাদের দায়িত্ব।"

পরোক্ষ :

মু৩‡যাদ্ধা বললেন যে, তাঁরা দেশ স্বাধীন করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব।

বিশ্লেষণ :

এখানে "আমরা" হয়েছে "তাঁরা"; "তোমাদের" সরাসরি "তাদের" না করে অর্থ অনুযায়ী "তরুণ প্রজন্মের" করা হয়েছে। কারণ ব৩‡ব্যর সামাজিক অর্থকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

45. মডেল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1 :

উ৩ কাকে বলে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উ৩র পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর :

†কানো ব৩া বা কথকের কথন, বাক্য বা ব৩ব্যকে উ৩ বলে। উ৩ দুই প্রকার–প্রত্যক্ষ উ৩ ও পরোক্ষ উ৩। যে উ৩‡ত ব৩ার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উ৩ বলে। যেমন–রিমা বলল, "আমি বই পড়ি।" যে উ৩‡ত ব৩ার কথা অন্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উ৩ বলে। যেমন–রিমা বলল যে, সে বই পড়ে।

প্রত্যক্ষ উ³‡ত উদ্ধরণ চিহ্ন থাকে, কিন্তু পরোক্ষ উ³‡ত থাকে না। প্রত্যক্ষ উ³‡ত ব³ার নিজস্ব সর্বনাম, সময় ও স্থানবাচক শব্দ থাকে; পরোক্ষ উ³‡ত ভাষ্যকারের অবস্থান অনুযায়ী এগুলো পরিবর্তিত হয়। প্রত্যক্ষ উ³‡ত ব³ার আবেগ সরাসরি প্রকাশ পায়, আর পরোক্ষ উ³‡ত সেই আবেগ ব্যাখ্যামূলক ভাষায় প্রকাশ করতে হয়।

প্রশ্ন 2 :

উ³ পরিবর্তনের পাঁচটি প্রধান নিয়ম লেখো।

উত্তর :

উ³ পরিবর্তনের পাঁচটি প্রধান নিয়ম হলো–

এক. প্রত্যক্ষ উ³র উদ্ধরণ চিহ্ন পরোক্ষ উ³‡ত লোপ পায়।

দুই. বিবৃতিমূলক বাক্যে উপস্থাপক অংশের পর সাধারণত 'যে' বসে।

তিন. সর্বনাম ব³া ও শ্রোতার অবস্থান অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

চার. সময় ও স্থানবাচক শব্দ অর্থ অনুযায়ী বদলায়। যেমন–আজ > সেদিন, এখানে > সেখানে।

পাঁচ. বাক্যের ভাব অনুযায়ী জ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন–প্রশ্ন হলে 'জিজ্ঞাসা করল', অনুরোধ হলে 'অনুরোধ করল', আদেশ হলে 'আদেশ করল'।

প্রশ্ন 3 :

চিরন্তন সত্যের ক্ষেত্রে উ³ পরিবর্তনের নিয়ম কী?

উত্তর :

প্রত্যক্ষ উ³‡ত যদি চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য বা সর্বজনস্বীকৃত সত্য থাকে, তবে পরোক্ষ উ³‡ত কালের পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণ :

প্রত্যক্ষ : শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।"

পরোক্ষ : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

এখানে "ঘোরে" ক্রিয়াটি অপরিবর্তিত আছে, কারণ এটি চিরন্তন বৈজ্ঞানিক সত্য।

46. অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

উ³ হলো ব³ার কথন বা ব³ব্য।

উ³ দুই প্রকার–প্রত্যক্ষ উ³ ও পরোক্ষ উ³।

প্রত্যক্ষ উ³‡ত ব³ার কথা হুবহু থাকে।

পরোক্ষ উ³‡ত ব³ার কথা ভাষ্যকারের ভাষায় প্রকাশিত হয়।

উ³র দুটি অংশ–উপস্থাপক অংশ ও উপস্থাপিত অংশ।

উ³ পরিবর্তনের সময় উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়।

বিবৃতিমূলক বাক্যে সাধারণত 'যে' বসে।

প্রশ্নবোধক বাক্যে 'জিজ্ঞাসা করল', 'জানতে চাইল' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'আদেশ করল', 'অনুরোধ করল', 'বলল' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

আবেগসূচক বাক্যে আবেগের প্রকৃতি প্রকাশ করতে হয়।

চিরন্তন সত্যে কাল পরিবর্তন হয় না।

সর্বনাম, সময়, স্থান ও ক্রিয়া অর্থসংগতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

ভালো উ৩ পরিবর্তনের প্রধান শর্ত হলো–অর্থ অক্ষুণ্ন রাখা।

47. চূড়ান্ত মূল্যায়ন অনুশীলন

নিচের প্রত্যক্ষ উ৩গুলো পরোক্ষ উ৩‡ত রূপান্তর করো।

1. রিনা বলল, "আমি আজ কলেজে যাব।"

2. বাবা বললেন, "তুমি কি পড়া শেষ করেছ?"

3. শিক্ষক বললেন, "সবাই চুপ করো।"

4. মা বললেন, "আহা! ছেলেটি কত কষ্ট করছে।"

5. বিজ্ঞানী বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

6. রুবেল বলল, "আমি গতকাল এখানে এসেছিলাম।"

7. অধিনায়ক বললেন, "সৈনিকেরা, তোমরা সামনে এগিয়ে যাও।"

8. কবি বললেন, "মানুষ তার স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকে।"

9. দাদু বললেন, "আমাদের সময়ে মানুষ এত যন্ত্রনির্ভর ছিল না।"

10. †ময়েটি বলল, "দয়া করে আমাকে পথটি দেখিয়ে দিন।"

48. সমাপনী মন্তব্য

উ৩ পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের এমন এক অধ্যায়, যেখানে ভাষার রূপান্তর, দৃষ্টিকোণ, সময়বোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও ভাবপ্রকাশ একসঙ্গে কাজ করে। প্রত্যক্ষ উ৩ ভাষাকে জীবন্ত করে, আর পরোক্ষ উ৩ ভাষাকে বিশ্লেষণধর্মী করে। প্রত্যক্ষ উ৩‡ত ব৩ার কণ্ঠস্বর সরাসরি শোনা যায়; পরোক্ষ উ৩‡ত সেই কণ্ঠস্বর ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় নতুন রূপ পায়।

তাই উ৩ পরিবর্তন শেখার অর্থ কেবল নিয়ম মুখস্থ করা নয়। এর অর্থ হলো–বাক্যের ভিতরে লুকিয়ে থাকা ব৩া, শ্রোতা, সময়, স্থান, সম্পর্ক ও ভাবকে চিনতে শেখা। যে শিক্ষার্থী এই বিষয়গুলো বুঝতে পারে, সে শুধু পরীক্ষায় শুদ্ধ উত্তর লিখতে পারে না; সে ভাষার গভীরতাও উপলব্ধি করতে পারে।

এই কারণে উ৩ পরিবর্তন বাংলা ব্যাকরণের একটি অপরিহার্য, অর্থবহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যায়।